জ্ঞানের বিকিরণ

রচনায়ঃ

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

প্রকাশনায়ঃ

রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে

ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

أضواء المعرفة

تأليف

الدكتور محمد مرتضى بن عائش محمد

الناشر

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، في الرياض، المملكة العربية السعودية

الطبعة الرابعة عام ١٤٣٨هـ - ٢٠١٦ م

شهر الله المحرم الموافق لشهر أكتوبر

طبعة مدققة

পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত এবং নিরীক্ষিত চতুর্থ সংস্করণ

সন ১৪৩৮ হিজরী {২০১৬ খ্রিস্টাব্দ }

মুহার্‌রাম মাস মোতাবেক অক্টোবর মাস

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، الذي أكمل الدين للناس أجمعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه، أما بعد:

সকল প্রশংসা সব জগতের প্রভু আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য। আর শেষ নাবী ও রাসূল (মুহাম্মাদ) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও তাঁর অনুসরণকারীগণের জন্য অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর অত্র বইটির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে: ইসলাম ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সম্পর্কে যে সমস্ত সঠিক ধারণাগুলি জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জানা দরকার, সে সব ধারণাগুলি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপণ করা। যাতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অন্তরে সত্য সঠিক প্রত্যয়ন বা বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং প্রসন্নচিত্তে একনিষ্ঠতার সাথে ইসলাম ধর্মের একান্ত অনুসারী হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করে ইহকাল ও পরকালে সুখে থাকা সম্ভবপর হয়। কেননা ইসলাম হলো কিয়ামত পর্যন্ত সকল জাতির মানব সমাজের জন্য একটি সত্যধর্ম; মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ:“রমাজান মাস হলো সেই মাস, যেই মাসে মানব সমাজের সকল জাতির জন্য সুখদায়ক সৎপথ ইসলাম ধর্মের পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে”।

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ١٨٥.

(সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ১৮৫ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে জাহান্নামবাসী হবে"।
(সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

তাই শান্তি ও পরিত্রাণের একটিই মাত্র পথ ইসলাম ধর্ম। অতএব সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা উচিত। কেননা ইসলাম ধর্ম একটি উদার ধর্ম; সুতরাং অমুসলিমদের প্রতিও ইসলাম ধর্মের ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, হিতকামনা এবং তাদের অধিকারসমূহের যত্ন করার বিষয়টিকে এমন এক সুন্দর

---

(١)سورة آل عمران، الآية ٨٥.

পদ্ধতিতে বজায় রেখেছে, যার কোনো দৃষ্টান্ত অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না। তবে এই উদারতা শুধু অমুসলিমদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত অধিকারের আওতাতে মাত্র। কারণ ইসলাম ধর্ম একদিক দিয়ে অমুসলিমদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমসহিষ্ণুতা ও অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে যেমন উদার, অন্যদিকে স্বীয় মহত্ত্ব, অস্তিত্য, স্বতন্ত্রতা এবং সীমারেখা সংরক্ষণের বিষয়েও অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। তাই ইসলাম ধর্ম তার উদরতার সাথে সাথে সে নিজের পরিপন্থি সকল প্রকার শির্ক, কুফরী, পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা ও কুপ্রথার সমর্থন করে না এবং ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সত্যধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে না।

অতঃপর এই বইয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলির অনুবাদ পদ্ধতি পবিত্র কুরআনের অনারাবী তরজমার নিয়ম অবলম্বনে ভাবার্থের অনুবাদ করা হয়েছে; মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য ও উপদেশ প্রতিভাত করার জন্য। এবং যারা আরবী ভাষায় আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম অনুধাবন করতে অপারক, তাদেরকে এই ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য।

আর এই ভাবার্থের সঠিক অনুবাদ এমন পদ্ধতিতে করা হয়েছে, যেন পবিত্র কুরআনের আদর্শ নির্ভরযোগ্য

বিভিন্ন তাফসীরের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাসিত হয়। এতে অনেক তাফসীরের সহযোগিতা নিতে হয়েছে, তার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে: তাফসীর বাগাবী, তাফসীর ইবনু কাসীর এবং তাফসীর কুর্‌তুবী ইত্যাদি। কেননা পবিত্র কুরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর আমি প্রতিটি রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষি করে প্রেরণ করেছি; যেন সে তার স্বজাতির জন্য মহান আল্লাহর ধর্মের উপদেশ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করে দিতে পারে"।
(সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং 4 এর অংশবিশেষ)।

তবে পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলির আক্ষরিক অনুবাদ বৈধ নয়; যেহেতু তা পবিত্র কুরআনের সাহিত্যিক মান সমতুল্য হওয়া কক্ষনও সম্ভবপর নয়। কেননা পবিত্র

---

(١)سورة إبراهيم، جزء من الآية ٤.

কুরআনের শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠনের শৈল্পিক উচ্চ পর্যায়ের অতি সুন্দর রীতি এবং ভাষার প্রবহমানতার অসামান্য সাজুয্য ভঙ্গীর কোনোই বিকল্প নেই।

তাই পবিত্র কুরআনের আক্ষরিক অথবা শাব্দিক অনুবাদকে পবিত্র কুরআন বলাও যায় না। এবং এই পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করা সম্ভবপরও নয়।

এই বইটির মধ্যে আল্লাহর রাসূলের যে সমস্ত হাদীস অথবা আরবী বাক্য উদ্ধৃত হয়েছে, সে সমস্ত হাদীস অথবা আরবী বাক্যের বাংলা অনুবাদ পদ্ধতিও একটু আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোনো সম্মানিত পাঠকের মনে অনুবাদ সম্পর্কে কোনো প্রকার দ্বিধা অথবা সংশয় জেগে উঠলে, ওলামায়ে ইসলামের বিশদ বিবরণ বা ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় একটু গভীরতার সহিত দেখে নিলে, দ্বিধা অথবা সংশয় দূর হয়ে যাবে। এবং উক্ত বাংলা অনুবাদ নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হবে বলেই আশা করি ইনশা আল্লাহ। তবে বইটির দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা এবং মুদ্রণ প্রমাদ প্রভৃতি একেবারেই নেই, এই দাবি আমি করছি না। তাই এই বিষয়ে যে কোনো

গঠনমূলক প্রস্তাব এবং মতামত সাদরে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ।

ইসলাম একটি বুদ্ধিগম্য ধর্ম; তাই বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক, ধ্যান, এবং সঠিক চিন্তার দ্বারা এই ধর্মের সত্যতা জানা যায় ও যাচাই করা যায়; তাই এই সত্য ধর্ম ইসলামকেই মেনে চলার জন্য অতি আকুলভাবে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে আমার অনুরোধ রইলো।

আমি মহান আল্লাহর সাহায্যে অত্র বইটিতে সকল জাতির মানব সমাজের জন্য ইসলামের সঠিক জ্ঞান তুলে ধরার প্রয়াস করেছি; সুতরাং এই বইটি সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য। তবে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যেও এই বইটির জ্ঞান লাভ করা উচিত।

আমি মহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই বইটিকে উত্তমরূপে কবুল করেন এবং মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণময় হিসেবে গ্রহণ করেন; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা প্রার্থনা গ্রহণকারী।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং দোয়াঃ

আমি যে সমস্ত লোকের পরামর্শ অথবা মতামত কিংবা প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। তবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর প্রধান পরিচালক মাননীয় শাইখ খালেদ বিন আলী আবাল্খ্যাইল সাহেব। তিনি আমাদেরকে দাওয়াতি কার্যক্রমে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে ধন্যবাদ জানাই।

অনুরূপ ভাবে রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর দাওয়া ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মাননীয় শাইখ নাসের বিন মুহাম্মাদ আল্হোওয়াশ সাহেবকেও শ্রদ্ধাসহকারে অনেক ধন্যবাদ জানাই। কারণ তিনি ইসলাম ধর্মের সঠিক তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য সদা সর্বদা

আমাদেরকে তৎপরতা বজায় রেখে অগ্রসর হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে থাকেন।

তদ্রূপ আমি যে সমস্ত লোকের পরামর্শ অথবা মতামত কিংবা প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। তবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছেন: শাইখ আব্দুন্ নূর বিন আব্দুল জব্বার, যিনি আমাকে সুপরামর্শের দ্বারা সহযোগিতা করেছেন; মহান আল্লাহ তাঁকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

সবশেষে আমার স্ত্রী উম্মে আহ্মাদ্ সালীমা খাতুন বিনতে শাইখ হুমায়ন বিশ্বাস এর কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত বলে মনে করছি; যেহেতু তিনি এই বইটি লিখার কাজে এবং মুদ্রণ দোষ-ত্রুটি ঠিক করার বিষয়ে আমাকে প্রচণ্ড সাহায্য করেছেন। এবং তিনি দাওয়াতি কার্যক্রমে আন্তরিকতা, দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণতা বজায় রেখে অগ্রসর হওয়ার প্রতিও আমাকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করে থাকেন; তাই আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আল্লাহ যেন তাঁকে দুনিয়া ও পরকালে আমার পক্ষ হতে আর ইসলাম এবং মুসলিমগণের পক্ষ হতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

আল্লাহ আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও তাঁর অনুসরণকারীগণকে অতিশয় সম্মান ও শান্তি প্রদান করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

ইসলাম একটি সত্য ধর্ম কেন?

ইসলাম ধর্মই হচ্ছে সুখের সম্বল; তাই ইসলাম ধর্মই পতিতকে পরিত্রাণ দেয়, বিপন্নকে রক্ষা করে, সন্তপ্তকে সুখ দেয় আর নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল {বার্তাবহ})! "তুমি বলে দাও: আল্লাহ বলেছেন: হে আমার সৃষ্টির সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা যারা নিজেদের আত্মার প্রতি বড়ো বড়ো পাপের দ্বারা জুলুম অত্যাচার করেছো, তোমরা আল্লাহর কৃপা হতে কোনো সময় নিরাশ হয়ো না; কেননা (তোমরা যদি সঠিকভাবে তওবা করে ইসলামের পথে

---

(١) سورة الزمر، الآية ٥٣.

পরিচালিত হও তাহলে) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাবান দয়াবান”।
(সূরা আযযুমার, আয়াত নং ৫৩)।

অনুরূপভাবে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] থেকেও এই বিষয়টি নির্ণীত হয়েছে, তিনি মহান কল্যাণময় আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

"يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلاَ تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ

الــــذُّنُوْبَ جَمِيْعًـــا؛ فَاسْـــتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِــرْ لَكُـــمْ ..."(١).

অর্থ: “হে আমার সৃষ্টির সকল জাতির মানব সমাজ! আমি নিজের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা হারাম করে নিয়েছি; এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করে রেখেছি; সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম অত্যাচার করবে না।

হে আমার সৃষ্টির সকল জাতির মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে ইসলামের পথে পরিচালিত করি, সে ব্যক্তি ব্যতীত তোমাদের সবাই বিপথগামী; অতএব তোমরা আমার কাছে ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করবো।

হে আমার সৃষ্টির সকল জাতির মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে খাদ্য দান করি, সে ব্যক্তি ব্যতীত তোমাদের সবাই ক্ষুধার্ত; অতএব তোমরা আমার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্য প্রদান করবো।

হে আমার সৃষ্টির সকল জাতির মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করি, সে ব্যক্তি ব্যতীত তোমাদের সবাই

---

(١) صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٥٥- (٢٥٧٧)).

বস্ত্রহীন; অতএব তোমরা আমার কাছে বস্ত্র প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবো।

হে আমার সৃষ্টির সকল জাতির মানব সমাজ! তোমাদের সবাই দিবা-রাত্রি পাপের সাথে জড়িত এবং আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করি; অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা প্রদান করবো ---"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫ -(২৫৭৭) এর অংশবিশেষ]

তাই ইসলাম ধর্ম একটি সত্য ধর্ম; সুতরাং সকল জাতির মানব সমাজের একটি অপরিহার্য বিষয় হলো এই যে, তারা যেন এই ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সন্তুষ্ট হয়ে প্রসন্নচিত্তে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী এই ধর্মে প্রবেশ করে। কেননা ইসলাম ধর্ম একটি সত্য ধর্ম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে; কারণ এর সমর্থনে অনেক যুক্তি ও অনেক প্রমাণ রয়েছে, তার মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: ইসলাম একটি স্বাভাবিক ধর্ম

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾(١).

أي: "أيهـــا الرســـول! أخلـــص دينـــك الإســـلام لله، مســـتقيما عليـــه؛ لأنـــه ديـــن الله الـــذي يوافـــق صـــفات الجبلـــة الســـليمة؛ فالْزَمْـــه، وقـــد خلـــق الله النـــاس علـــى هـــذا الـــدين؛ فَاتَّبِعْـــهُ ولا تبَدِّلـــه بـــدين غيـــره؛ لأنَّ هـــذا الإســـلام هـــو الـــدين الحـــق الصـــحيح؛

---

(١) سورة الروم، جزء من الآية ٣٠.

فــلا يقبــل ديــن غيــره؛ حيــث لا يوجــد لــه بديل".

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল {বার্তাবহ})! "তুমি তোমার সত্য ধর্ম ইসলামকে আল্লাহর জন্য খাঁটি রেখে তারই উপর অকপটে প্রতিষ্ঠিত থাকো; যেহেতু এটা আল্লাহর এমন একটি সত্য ধর্ম যা নিছক স্বাভাবিক গুণাবলির অনুকূলে অনুগমন করে; অতএব এই সত্য ধর্ম ইসলামকেই স্বধর্ম হিসেবে অবলম্বন করো; কেননা সকল জাতির মানব সমাজকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই সত্য ধর্ম ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য; সুতরাং এই সত্য ধর্ম ইসলামকেই মেনে চলো এবং এর পরিবর্তে অন্য কোনো ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; কেননা এই ইসলাম ধর্মই হচ্ছে সত্য সঠিক ধর্ম এবং এই ধর্মের কোনো বিকল্প নেই"।
(সূরা আররূম, আয়াত নং ৩০ এর অংশবিশেষ)।

স্বাভাবিক বিষয়গুলিকে জ্ঞানী মানুষ সহজেই গ্রহণ করতে পারেন; কেননা এই স্বাভাবিক বিষয়গুলি তো সব সময় প্রমাণসিদ্ধ এবং যুক্তিসম্মত হয়েই থাকে; তাই এইগুলি গ্রহণ করা সহজসাধ্য।

নিঃসন্দেহে ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক এবং চারিত্রিক বিষয়গুলি নিছক স্বাভাবিক; তাই এইগুলি প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত; সুতরাং জ্ঞানী মানুষ এইগুলিকে সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। এবং ইসলাম একটি সত্য ধর্ম বলে বিশ্বাস করার জন্য উদারহৃদয় রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম বুদ্ধি সম্মত ধর্ম

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের জ্ঞানলাভ করার মূল ভিত্তি হচ্ছে বুদ্ধি; তাই মহান আল্লাহ মানবসমাজকে বুদ্ধি প্রদান করেছেন। এবং এই বুদ্ধির দ্বারা বিভিন্নপন্থায় উপকৃত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন; যেন মানবসমাজ এর দ্বারা নিজেদের সুখদায়ক পথ চিনতে পারে ও সেই পথের পথিক হতে পারে। এবং মানবসমাজ যেন এর দ্বারা নিজেদের কষ্টদায়ক পথও চিনতে পারে, ও সেই পথ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারে। অতএব ইসলাম ধর্মের মধ্যে এবং সঠিক বুদ্ধির মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই।

তাই ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে জানার উদ্দেশ্যে ও ইসলাম ধর্মে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবেশের নিমিত্তে বুদ্ধি প্রয়োগ

করার জন্য এবং চিন্তা করে দেখার জন্য স্বয়ং ইসলাম ধর্ম সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে।

তাই মহান আল্লাহ এই বিষয়ে বলেছেন:

﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বহু নিদর্শন বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে ইসলাম ধর্মের সত্যতা জেনে তাতে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করতে সক্ষম হও"।
(সূরা আল হাদীদ, আয়াত নং ১৭ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ এই বিষয়ে আরও বলেছেন:

﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তিনি মহান আল্লাহ তাদেরকেই পথভ্রষ্ট করে শাস্তি প্রদান করবেন, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে ইসলাম ধর্মের সত্যতা জেনে তাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা পোষণ

---

(١) سورة الحديد، جزء من الآية ١٧.

(٢) سورة يونس، جزء من الآية ١٠٠.

করে না”। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং ১০০ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ এই বিষয়ে আরও বলেছেন:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর তিনি মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আকাশমণ্ডলি এবং পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের কল্যাণের জন্য তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। এতে রয়েছে নিশ্চিত বহু নিদর্শন, ওই সমস্ত লোকদের জন্য, যারা ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করে তার শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়”। (সূরা আল জাসিয়াহ্, আয়াত নং ১৩)।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের সঠিক বুদ্ধিকে অকেজো করে রাখবে, সে ব্যক্তির পরিণাম হবে কষ্টদায়ক জীবনলাভ এবং জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডতে বসবাস। যেমন এই কথার উল্লেখ পবিত্র কুরআনের মধ্যে এসেছে:

---

(١) سورة الجاثية، الآية ١٣.

﴿وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠﴾ (١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং জাহান্নামবাসীরা বলবে: যদি আমরা ইসলামের শিক্ষা অবলম্বন করার কথা শুনতাম কিংবা বুদ্ধি প্রয়োগ করে ইসলাম ধর্মের সত্যতা জেনে তাতে প্রবেশ করতাম, তা হলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না"।
(সূরা আল্‌মুল্‌ক, আয়াত নং ১০)।

ইসলাম একটি বুদ্ধিসঙ্গত ধর্ম; তাই এই ধর্মটি বুদ্ধিগম্য এবং চিন্তাগম্য; অতএব বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচারশক্তি, বিবেক, ধ্যান, এবং সঠিক চিন্তার দ্বারা এই ধর্মের সত্যতা জানা, বুঝা ও যাচাই করা যায়; তাই এই সত্য ধর্ম ইসলামকেই মেনে চলার জন্য অতি আকুলভাবে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে আমার অনুরোধ রইলো।

---

(١) سورة الملك، الآية ١٠.

তৃতীয়তঃ যার দ্বারা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে তিনি সচ্চরিত্রের অধিকারী

অনাদি কাল থেকে কেবল ইসলাম ধর্মই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম; তাই সমস্ত নাবী ও রাসূলগণের ধর্মও হচ্ছে একই ধর্ম ইসলাম। আর তাঁরা সবাই হলেন সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন আল্লাহর রাসূল মোহাম্মাদ; তাঁদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ ফেরেশ্‌তা ও মানুষের মধ্যে থেকে রাসূল (স্বকীয় বার্তাবহ) মনোনীত করে থাকেন"।
(সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং ৭৫ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

---

(١) سورة الحج، جزء من الآية ٧٥.

﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিশ্চয় তাঁরা (স্বকীয় বার্তাবহ রাসূলগণ) সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে আমার মনোনীত সর্বোত্তম মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ”।
(সূরা সোয়াদ, আয়াত নং ৪৭)।
মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: “মুহাম্মাদ যে সকল পুরুষদেরকে জন্মদেন নি, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাদের পিতা নন। কিন্তু তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল (বার্তাবহ) এবং সর্বশেষ নাবী”।
(সূরা আল্‌আহযাব, আয়াত নং ৪০ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে আরো বলেছেন:

---

(١) سورة ص، الآية ٤٧.

(٢) سورة الأحزاب، جزء من الآية ٤٠.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় তুমি সত্য ধর্ম ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বগুণে গুনান্বিত"।
(সূরা আল্ কালাম, আয়াত নং 8)।

وعن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحسنُ الناسِ خُلُقًا ...(٢).

অর্থ: এবং আনাস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মানুষের মধ্যে ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের সর্বগুণে গুনান্বিত --- ।

---

(١) سورة القلم، الآية ٤.

(٢) صحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٦٢٠٣، وأيضا رقم الحديث ٣٠٤٠، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٣٠- (٢١٥٠)، وجزء رقم الحديث ٢٦٧- (٦٥٩) أيضا.

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২০৩, ৩০৪০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০ -(২১৫০), ২৬৭-(৬৫৯) এর অংশবিশেষ]।

সুতরাং এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

এর পূর্বে উল্লিখিত বিষয় তিনটির আলোচনার দ্বারা ইসলাম ধর্মের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করাই ছিলো আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ এই উল্লিখিত বিষয় তিনটিকে যে কোনো ধর্মের সত্যতা যাচাই করার জন্য অথবা জানার জন্য মানদণ্ড কিংবা কষ্টিপাথর হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইসলামের সংজ্ঞা

ইসলাম ধর্মের বিদ্যাবিশারদগণ ইসলামের অনেকগুলি সংজ্ঞা পেশ করেছেন, সেই সংজ্ঞাগুলির বিষয়ে আমি অবগত হয়ে অবধান করে উপকৃত হয়েছি। অতঃপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে ইসলামের গবেষণা করার পর, আল্লাহর কৃপায় ইসলাম ধর্মের একটি নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা পেশ করার দৃঢ় সংকল্প করেছি। আর সেই সংজ্ঞাটি হলো এইরূপ:

إن دين الله الإسلام، هو: "الخضوع الاختياري الكامل لمجموعة من العقائد والشرائع، والأخلاق، المنبثقة من القرآن الكريم، والسنة الموثوقة، وَفْق منهج السلف الصالح؛ للحصول على السعادة في الدارين"(١).

---

(١) الجهود الدعوية السلفية في الرد على الآرياسماجية الهندوسية ٠٠٠ للمؤلف نفسه، ص ٣٧١.

ইসলামের সংজ্ঞা: "নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে, পূর্ববর্তী সৎলোকদের পদ্ধতি অনুযায়ী, ইহকাল এবং পরকালে কল্যাণময় জীবন লাভের উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়, বাহ্যিক বিধি-বিধান এবং চারিত্রিক আদবকায়দার রীতিনীতিগুলিকে স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়ার নাম হলো ইসলাম"।
(আল জুহূদুদ্দাবিয়াতু স্‌সালাফীয়া ... প্রণীত, ডঃ মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ, পৃঃ ৩৭১)।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পদ্ধতি

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: হে সকল জাতির প্রকৃত মুসলিম সমাজ! “তাই তোমরা যেরূপ অন্তরে ঈমান স্থাপন করে মুসলমান হয়েছো, অমুসলিমগণও যদি তোমাদের মতো অন্তরে ঈমান স্থাপন করে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয় তারা সুখদায়ক সৎপথ (ইসলাম) এরই অনুসরণকারী হিসেবে পরিগণিত হবে”।
(সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ১৩৭ এর অংশবিশেষ)।

অতএব কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবেন, তখন তিনি নিজের মনের মধ্যে মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করবেন যে, আমি মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করলাম

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ١٣٧.

এবং সেই সত্য ধর্ম মোতাবেক জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর পর এই সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং বলবেন:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ বা উপাস্য নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর সত্য রাসূল (বার্তাবহ)।

এর দ্বারা তিনি মুসলমান বা মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন। এবং একজন মুসলমান ব্যক্তির যে সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার নির্ধারিত রয়েছে, তাঁর জন্যেও সে সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার পুরোপুরিভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে; তাই তিনি আস্তে আস্তে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি, বাহ্যিক বিধি-বিধানসমূহ এবং চারিত্রিক আদবকায়দাগুলির জ্ঞানার্জন করবেন ও মেনে চলার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদি বিষয় রয়েছে; এই পাঁচটি বুনিয়াদি বিষয় হাদিসের আলোকে হলো এই যে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"(١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "পাঁচটি ভিত্তির উপরে ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। [প্রথমটি হলো] আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য [মাবুদ] নেই আর মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর রাসূল এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, [দ্বিতীয়টি হলো] নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা, [তৃতীয়টি হলো] জাকাত প্রদান করা, [চতুর্থটি হলো] হজ্জ পালন করা, আর [পঞ্চমটি হলো] রমাজান মাসের রোজা রাখা"।

---

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث ٨، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢١- (١٦) ، واللفظ للبخاري.

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১ - (১৬), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, দুই সাক্ষ্য প্রদান এবং স্বীকার করার মাধ্যমে, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা, জাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রমাজান মাসের রোজা রাখা অপরিহার্য হয়ে যায়। এবং এই দুই সাক্ষ্য নিশ্চিত ভাবে অন্তরে স্থাপিত না হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কোন কর্ম সম্পাদন করলে তা সঠিক বলে গণ্য করা হয় না। এই দুই সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিও রয়েছে। এই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে ঈমানের স্তম্ভ অথবা আরকান বলা হয়। ইসলামের উক্ত আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ছয়টি মৌলিক বিষয়। আর এই ছয়টি মৌলিক বিষয় হাদিসের আলোকে হলো এই যে,

عَـــنْ عُمَـــرَ بْـــنِ الْخَطَّـــابِ رَضِـــيَ اللهُ عَنْـــهُ قَـــالَ: ... قَـــالَ رَسُـــوْلُ اللَّهِ صَـــلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ : ..."أن تـــؤمن بـــالله، وملائكتـــه،

وكتبــــه، ورســــله، واليــــوم الآخــــر، وتــــؤمن بالقدر خيره وشره ٠٠٠"(١).

অর্থ: ওমার ইবনুল খাত্তাব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত --- তিনি বলেন যে, ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম কর্তৃক ঈমান কি? জিজ্ঞাসিত হলে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উত্তরে বলেন: ---"তুমি এক আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের (গ্রন্থসমূহের) প্রতি, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি, পারলৌকিক দিবসের প্রতি এবং সৃষ্টিজগতের অদৃষ্টের কল্যাণ এবং অকল্যাণের নির্ধারিত সীমা রেখার প্রতি ঈমান স্থাপন করবে ---"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১ - (৮), এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০ এর অংশবিশেষ, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

---

(١) صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ١- (٨)، وصحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٥٠)، واللفظ لمسلم.

ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ

ইসলাম ধর্মের কতকগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে, তার মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি উদ্দেশ্যের বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১- মহান আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করা

অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, পরাক্রমশালী মহিমাময় আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করাটা ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি এবং অন্যতম একটি মহৎ উদ্দেশ্য; তাই প্রতিটি জ্ঞানী মানুষের একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য হলো এই যে, তিনি যেন পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে পরাক্রমশালী মহিমাময় আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করেন এবং তাঁর পরিচয় অর্জন করেন। তাই আল্লামা হাফেজ আহ্মাদ বিন আলী বিন হাজার আল্আস্কালানী - তাঁর প্রতি আল্লাহ করুণা করুন- উল্লেখ করেছেন যে, “মহান আল্লাহর পরিচয়লাভ করা এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে জরুরি বিষয়গুলির সঠিক জ্ঞানার্জন করা, তাঁর শুধু মাত্র শারীরিক

ইবাদত উপাসনা করা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ আশু প্রয়োজনীয় বিষয়"।

(আল্লামা হাফেজ আহ্মাদ বিন আলী বিন হাজার আল্আস্কালানীর সহীহ বুখারীর শার্হ্ ফাতহুলবারী, হাদীস নং ৫০৬৩ এর ব্যাখ্যার অংশবিশেষ, আলমাকতাবা আলআসরীয়া, সংস্করণ সন ১৪২৬ হিজরী {২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ}, পৃ: ৫৯৬৪)।

এই জন্যই সুমহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "সুতরাং (হে রাসূল {বার্তাবহ})! তুমি জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য বা মাবুদ নেই"। (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ১৯ এর অংশবিশেষ)।

فالإسلام دين العلم والمعرفة؛ لذلك أمر الله تعالى بالحث على العلم والمعرفة؛ كما هو واضح في القرآن الكريم.

---

(١) سورة محمد، جزء من الآية ١٩.

অর্থ: অতএব ইসলাম সত্য সঠিক জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভ করার ধর্ম; তাই মহান আল্লাহ জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন; যেমনকি পবিত্র কুরআনের মধ্যেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে; মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর (হে রাসূল {বার্তাবহ})! তুমি বলো: হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে অধিক জ্ঞান প্রদান করুন"। (সূরা ত্বাহা, আয়াত নং ১১৪ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلۡمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "তাই (হে সকল জাতির মানব সমাজ!) তোমরা জেনে রাখো যে, এই পবিত্র কুরআন আল্লাহর জ্ঞানের সহিত অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য বা মাবুদ নেই"।

---

(١) سورة طه، جزء من الآية ١١٤.

(٢) سورة هود، جزء من الآية ١٤.

(সূরা হূদ, আয়াত নং ১৪ এর অংশবিশেষ)।

সুতরাং প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে অথবা নারী-পুরুষের জ্ঞানার্জন করা একান্ত কর্তব্য। তবে জ্ঞানার্জনের কোনো শেষ সীমা নেই। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আছেন মহাজ্ঞানী"।
(সূরা ইউসূফ, আয়াত নং ৭৬ এর অংশবিশেষ)।

যে সব মানুষ অন্যান্য লোকদেরকে বিপথগামী করে থাকে, তাদের অধিকাংশ মানুষ জ্ঞানের অভাবের কারণেই তাদেরকে বিপথগামী করে থাকে। অনুরূপভাবে যারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপথগামী করে থাকে, তারাও অধিকাংশ মানুষ জ্ঞানের অভাবের কারণেই নিজেদেরকে বিপথগামী করে থাকে।

---

(١) سورة يوسف، جزء من الآية ٧٦.

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং নিশ্চয় অনেক মানুষ অজ্ঞতা-বশত নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী লোকদেরকে বিপথগামী করে থাকে”।

(সূরা আল আন্‌আম, আয়াত নং ১১৯ এর অংশবিশেষ)।

সঠিক জ্ঞানের পরিণাম হলো মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যাদের মধ্যে সত্য গভীর জ্ঞান আছে, তারা বলে: আমরা এই পবিত্র কুরআনের উপর ঈমান এনেছি; কারণ এইগুলি তো সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে”।

---

(١) سورة الأنعام، جزء من الآية ١١٩.

(٢) سورة آل عمران ، جزء من الآية ٧.

(সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৭ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে তারা জানে যে, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য” (হে রাসূল {বার্তাবহ})!। (সূরা সাবা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة سبأ ، جزء من الآية ٦.

২- মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং (হে সকল জাতির মানব সমাজ!) তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখে উন্মুখী হও আর তারই নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো”।
(সূরা আয্যুমার, আয়াত নং ৫৪ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۖ وَأُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল {বার্তাবহ})! “তুমি বলে দাও: নিশ্চয় আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামই আল্লাহর

---

(١) سورة الزمر، جزء من الآية ٥٤.

(٢) سورة الأنعام، جزء من الآية ٧١.

নিযুক্ত সঠিক পথ, আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি সারা জাহানের প্রভুর নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার জন্য"।
(সূরা আল আন্‌আম, আয়াত নং ৭১ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "তাই (হে সকল জাতির মানব সমাজ!) তোমাদের সত্য উপাস্য একই উপাস্য বা মাবুদ; সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো"।
(সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং ৩৪ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার অন্তর্ভুক্ত একটি আশু প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, কেবল তাঁরই ইবাদত বা উপাসনা করা; তাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾(٢).

---

(١) سورة الحج، جزء من الآية ٣٤.
(٢) سورة البقرة، جزء من الآية ٢١.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর ইবাদত উপাসনা করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন”।

(সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ২১ এর অংশবিশেষ)।

৩- আত্মা পরিশুদ্ধ করণ

এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং যে ব্যক্তি পাপ ও অপকর্ম হতে নিজে পরিশুদ্ধ হতে পারবে, সে নিজের আত্মরক্ষার জন্যই পরিশুদ্ধ হবে”।

(সূরা ফাতির, আয়াত নং ১৮ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ ﴾(٢).

---

(١) سورة فاطر، جزء من الآية ١٨.

(٢) سورة الأعلى، جزء من الآية ١٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ ও অপকর্ম হতে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে”। (সূরা আল্আলা, আয়াত নং ১৪)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিশ্চয় যে ব্যক্তি পাপ ও অপকর্ম হতে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে”।

(সূরা আশ্শামস, আয়াত নং ৯)।

আত্মশুদ্ধিলাভ করার মাধ্যম হলো: সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক ও চারিত্রিক বিধি-বিধানগুলির আলোকেই জীবনযাত্রার পথ গ্রহণ করা। কেননা ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে যে কোনো মতবাদ অবলম্বন করা হোক না কেনো, তা পাপ বলেই বিবেচিত হবে; কেননা ইসলাম চায় সৎকর্মে এবং আল্লাহর উপাসনায় অবিচল, ভোগে সংযম, সংকল্পে দৃঢ়তা, কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা, কর্মে উৎসাহ, ভোগ্য ক্ষেত্রে অনিত্যতাবোধ।

---

(١) سورة الشمس، الآية ٩.

আত্মশুদ্ধিলাভ করার দরকার কি? এর উত্তর হলো এই যে, মহান আল্লাহ পবিত্র; সুতরাং পবিত্র আত্মার মানুষ ছাড়া কেউ মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভ করতে পারবে না, ইহকালে সুখজনক কল্যাণময় জীবনও লাভ করতে পারবে না। এবং পরকালের কষ্ট হতে মুক্তিলাভের কিংবা পরিত্রাণ পাওয়ার জায়গা হলো পবিত্র জান্নাত; তাই ওই পবিত্র জান্নাতে কেবল পবিত্র আত্মার মানুষই প্রবেশ করতে পারবে। অন্য কোনো মানুষ সেই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না। আরো জেনে রাখা দরকার যে, মৃত্যুকে ব্যক্তি জীবনের চূড়ান্ত সমাপ্তি বলে বিশ্বাস করা অনুচিত; নচেৎ মানবজীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং অব্যাখ্যাত হয়েই থেকে যাবে; মৃত্যুতেই যদি জীবনের অথবা অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটত, তাহলে ন্যায়বিচারের ও সৎকর্মের কোনো প্রয়োজন কিংবা কোনো মর্যাদা থাকতো না। এবং মানুষের কামনা ও স্পৃহা অতৃপ্ত হয়েই থেকে যেত; এই জন্যই মৃত্যুকেই জীবনের অথবা অস্তিত্বের সমাপ্তি ভেবে নেওয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাই পারলৌকিক জীবন যেন মঙ্গলময়, আনন্দময় এবং সুখদায়ক হয়; তার জন্যই আত্মশুদ্ধিলাভ করার প্রতি ইসলাম ধর্ম বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছে।

৪ - নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা

বিশ্বের মধ্যে কেবল ইসলাম ধর্মই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।

তাই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা (অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি) প্রকৃত ঈমান স্থাপন করেছে এবং স্বীয় ঈমানকে শির্কের দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদেরই জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুখদায়ক সৎপথ ইসলাম ধর্মের সঠিক অনুগামী”।

(সূরা আল আন্‌আম, আয়াত নং ৮২)।

এর মধ্যে রয়েছে সার্বিক নিরাপত্তার সুব্যবস্থা: ধর্মের নিরাপত্তা, পার্থিব, পারলৌকিক, আত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

---

(١) سورة الأنعام، الآية ٨٢.

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তোমরা তোমাদের স্বীয় জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেও না"।
(সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ১৯৫ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের স্বীয় জীবনকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করো"।
(সূরা আন্নিসা, আয়াত নং ১৬৫ এর অংশবিশেষ)।
তাই ইসলাম ধর্ম পাঁচটি জরুরি আশু প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা অপরিহার্য করেছে। উক্ত পাঁচটি জরুরি আশু প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে,

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ١٩٥.

(٢) سورة النساء، جزء من الآية ٧١.

ক - ধর্মের সংরক্ষণ

খ - আত্মার সংরক্ষণ

গ - বুদ্ধির সংরক্ষণ

ঘ - বংশধরের সংরক্ষণ

ঙ - এবং ধন সম্পদের সংরক্ষণ।

এই পাঁচটি জরুরি ও আশু প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংরক্ষণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা ইসলাম ধর্ম অপরিহার্য করে দিয়েছে; কারণ এইগুলি ইসলাম ধর্মে মানবাধিকারের মৌলিক বিষয়; সুতরাং ইসলাম ধর্ম এই সমস্ত মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে মানবাধিকারের সঠিকভাবে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছে; কেননা আমাদের দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই যুগে অনেক অপকর্ম ও কুকীর্তি প্রকাশ পেয়েছে! সুতরাং চুরি, অপহরণ, ডাকাতি, লুটপাট, নারীর উপর বর্বর অত্যাচার, শিশু ধর্ষণের মত কদর্য ঘটনা, মারধর, খুন-জখমের মতো নারকীয় অত্যাচার, এবং অশান্তির বিভিন্ন ঘটনা নরপিশাচ ও দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা অবাধে ঘটছে। এইগুলি ইসলাম ধর্মের সঠিক শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং অনুসরণের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব। কেননা ইসলাম ধর্মই তো মানুষকে মানুষ

হিসেবেই তৈরি করতে পারে এবং সচ্চরিত্রের পুনর্গঠন করতে পারে। আর এটা সত্যকথা যে, মানুষ যদি মানুষ হিসেবে তৈরি না হয়, তাহলে সে হিংস্র ও জঘন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট নিষ্ঠুর জন্তুর চাইতেও অধিক অনিষ্টকর হয়ে যাবে। এই কথার সত্যায়ণে রয়েছে আমাদের দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত অপকর্ম বা অপকীর্তি এবং নারীনির্যাতন অহরহ ঘটছে ও প্রকাশ পাচ্ছে, সেটাই।

ক - ধর্মের সংরক্ষণ

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “বল্ প্রয়োগ করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো বিধেয় নয়; যেহেতু ইসলামের সত্যতার মধ্যে এবং ইসলাম পরিপন্থী ধর্মের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশিত হয়েই গেছে”। (সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ২৫৬ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ٢١٧.

তাই ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। এই জন্য বলা হয়: সকল মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা কিংবা প্রত্যাখ্যান করা অবৈধ। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "তোমাদের মধ্যে থেকে যে সমস্ত মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর আবার স্বেচ্ছাক্রমে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের সকলের সৎকর্মের প্রতিফল ইহকালে ও পরকালে বিনষ্ট হয়ে যাবে; এবং তারা সবাই জাহান্নামবাসী হবে ও তারা জাহান্নামেই চিরস্থায়ী বসবাস করবে"।
(সূরা আল্ বাকারাহ, আয়াত নং ২১৭ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ٢١٧.

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا)، (١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর প্রকৃত ধর্ম ইসলামের অনুগামী হয়ে যাও এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ে যেয়ো না"।

(সূরা আল্ ইমরান, আয়াত নং ১০৩ এর অংশবিশেষ)।

তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এই বিষয়ে বলেছেন:

"قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ" (٢).

অর্থ: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "বলো! আমি আল্লাহর প্রতি সঠিক পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হয়েছি। অতঃপর এই ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল হয়ে যাও"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬২ -(৩৮)]।

---

(١) سورة آل عمران، جزء من الآية ١٠٣.

(٢) صحيح مسلم، رقم الحديث ٦٢- (٣٨).

তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার পর আবার এই ধমর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বাধীনভাবে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

খ - আত্মার সংরক্ষণ

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি কিংবা নিজেরাই নিজেদের আত্মা হত্যা করো না"।
(সূরা আন্‌নিসা, আয়াত নং ২৯ এর অংশবিশেষ)।

গ - বুদ্ধির সংরক্ষণ

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ ﴾(١).

---

(١) سورة النساء، جزء من الآية ٢٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং রাশিফল নির্ধারণ করার জন্য শর (প্রভৃতি) ব্যবহার করা শয়তানের অপবিত্র আচরণ; তাই এই আচরণগুলি বর্জন করো; তবেই তোমরা সুখদায়ক জীবনলাভ করতে পারবে"। (সূরা আল্ মায়েদা, আয়াত নং ৯০)।
তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও এই বিষয়ে বলেছেন:

عَـــنْ عَائِشَـــةَ رَضِـــيَ اللَّهُ عَنْهَـــا عَـــنِ النَّبِـــيِّ صَـــلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: " كُـــلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ؛ فَهُوَ حَرَامٌ"(٢).

অর্থ: "নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা

---

(١) سورة المائدة، الآية ٩٠.

(٢) صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث٢٤٢، وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ٦٧-(٢٠٠١)، واللفظ للبخاري.

করেছেন যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “সকল প্রকার নেশাদায়ক পানীয় দ্রব্য হারাম”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭ -(২০০১) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম সঠিক বুদ্ধির রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, যাতে মানুষের ধার্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না হয়।

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "(١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, যে নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

(١) صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٤- (٢٠٠٣).

ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "প্রতিটি নেশাদায়ক বস্তুই হচ্ছে মদ্য এবং প্রতিটি নেশাদায়ক বস্তুই হারাম"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৪-(২০০৩)]।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মে যে সমস্ত বস্তুর দ্বারা বুদ্ধি, মন, শরীর, স্বাস্থ্য, অর্থ, পরিবার ও সমাজের ক্ষতি সাধন হয়, সেই সমস্ত বস্তু ব্যবহার করা হারাম বা অবৈধ।

ঘ - বংশধরের সংরক্ষণ

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না; কারণ এটা অশালীন কাজ এবং অত্যন্ত জঘন্য পথ"।
(সূরা আল্ ইস্রা (বানী ইসরাঈল), আয়াত নং ৩৩)।

তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও এই বিষয়ে বলেছেন:

---

(١) سورة الإسراء، الآية ٣٢.

عَـــنْ عَبْـــدِ اللَّهِ بْـــنِ عَبَّـــاسٍ رَضِـــيَ اللَّهُ عَنْهُمَـــــا أَنَّ رَسُــــوْلَ اللَّهِ صَـــــلَّى اللَّهُ عَلَيْــــهِ وَسَـــلَّمَ ... قَـــال: ... " فَـــإِنَّ دِمَـــاءَكُمْ وَأَمْـــــوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَـــــكُمْ عَلَـــــيْكُمْ حَـــــرَامٌ ..."(١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] --- বলেছেন: ---"অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির রক্তপাত, ধনসম্পদ অপহরণ এবং সম্মাননাশ করা তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম ---"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৩৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০-(১৬৭৯) এর অংশবিশেষ]।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম ব্যাভিচার এবং ব্যাভিচারের সমস্ত সহায়ক পথে যাওয়া

---

(١) صـــحيح البخـــاري، جـــزء مـــن رقـــم الحـــديث ١٧٣٩، وصـــحيح مسـلم، جــزء من رقم الحديث ٣٠- (١٦٧٩).

কঠোরভাবে হারাম ঘোষনা করে দিয়েছে; যাতে মানুষের জান, মাল এবং মানের ক্ষতি সাধন না হয়। কেননা ব্যাভিচারের দ্বারা মানুষের রক্তপাত, ধনসম্পদ অপহরণ এবং সম্মাননাশ হয়ে মানবাধিকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; তাই ইসলাম ধর্ম এই সমস্ত কুকর্মকে অবৈধ বলে ঘোষনা করে মানবাধিকারের সঠিকভাবে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছে।

বংশধরের সংরক্ষণের জন্য ইসলাম ধর্মে নারীর মহামর্যাদা রয়েছে; তাই এই ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং অনেক সঠিক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, উক্ত সঠিক হাদীসগুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوْا: يَا

رَسُــــــوْلَ اللهِ! كَيْــــفَ إِذْنُـهَــــــا؟ قَــــالَ: "أَنْ تَسْكُتَ"(١).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "বিধবা নারীর পরামর্শ ছাড়া যেন তার বিবাহ না দেওয়া হয়, এবং কুমারী (অবিবাহিতা) মেয়ের অনুমতি ছাড়া যেন তারও বিবাহ না দেওয়া হয়" সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কি ভাবে হবে? তিনি বললেন: "তার নীরব থাকাটাই তার অনুমতি বিবেচিত হবে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৭০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪ -(১৪১৯) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মে মুসলিম মহিলার পুরোপুরি মর্যাদা রয়েছে। তাই তাকে তার স্বাধীনতা প্রদান করেছে এবং অভিভাবকদের অন্যায় ও

---

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث٦٩٧٠، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٤- (١٤١٩)، واللفظ للبخاري.

অমঙ্গল হতে তার অধিকারগুলির সংরক্ষণ করেছে। এবং সাবালিকা বিধবা নারীর বিবাহ তার সম্মতি বা স্বীকৃতি ছাড়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে সাবালিকা কুমারী মেয়েরও বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া অবৈধ।

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ؛ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا"(١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “কোনো নারী যেন তার অনাবৃত শরীর অন্য কোনো নারীর অনাবৃত শরীরের সাথে না লাগায়; কেননা সে নারী তার স্বামীর সামনে উক্ত নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের বিবরণ এমনভাবে পেশ করবে যে, সে যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে”।

---

(١)صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٤٠.

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৪০]

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মে মুসলিম মহিলাগণকে উপদেশ প্রদান করেছে যে, তারা যেন তাদের গোপনীয়তা ও সৌন্দর্যের সংরক্ষণ করে। যাতে পরিবারের পবিত্রতা বজায় থাকে এবং তাতে অমঙ্গলজনক আচরণ সংঘটিত না হয়; তাই মুসলিম মহিলাগণের শারীরিক সৌন্দর্যের বিবরণ পরপুরুষের সামনে পেশ করা অনুচিত।

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّيْ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا،

وَامْرَأَتِــــي تُرِيْـــدُ الْحَـــجَّ؛ فَقَـــالَ: "اخْـــرُجْ مَعَهَا"(١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “কোনো স্ত্রীলোক তার সঙ্গে মাহরাম ছাড়া সফর করবে না এবং কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীলোকের কাছে তার মাহরাম ছাড়া একাকী প্রবেশ করবে না। এই কথা শুনে এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ করার ইচ্ছা করেছে, আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা করেছি। এই কথা শুনে আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন: “তুমি যাও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করো”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৪ -(১৩৪১) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মে পারিবারিক অমঙ্গল হতে বেঁচে থাকার জন্য, মাহরাম ছাড়া

---

(١)صحيح البخاري، رقم الحديث ١٨٦٢، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٤٢٤- (١٣٤١)، واللفظ للبخاري.

কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে নিরিবিলিতে অবস্থান করা হতে সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

এখানে জেনে রাখা দরকার যে, ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী মহিলার মাহ্‌রাম্‌ বলা হয় ওই সকল পুরুষ মানুষকে, যে সকল পুরুষ মানুষের সাথে তার বিবাহ চিরকালের জন্য অবৈধ।

ঙ - ধন সম্পদের সংরক্ষণ

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের ধন সম্পদ গ্রাস করবে না”।
(সূরা আল্‌ বাকারাহ্‌, আয়াত নং ১৮৮ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾(١).

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ١٨٨.

ভাবার্থের অনুবাদঃ “আর তোমরা খাও এবং পান করো তবে অপচয় করবে না; কেননা তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না”।

(সূরা আল্ আরাফ, আয়াত নং ৩১ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

﴿ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদঃ “আর তুমি পাপের কাজে কিছুই ব্যয় করবে না”।

(সূরা আল্ ইস্‌রা (বানী ইসরাঈল), আয়াত নং ২৬ এর অংশবিশেষ)।

এই ভাবে ইসলাম ধর্ম ধনসম্পদের সংরক্ষণ করা অপরিহার্য করে দিয়েছে। আর চুরি বা অপহরণ, প্রতারণা অথবা আত্মসাৎ, খিয়ানত এবং অন্যায়ভাবে একে অপরের ধনসম্পদ গ্রাস করা অবৈধ করে দিয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমস্ত হারাম কাজ সম্পাদন করবে, তার জন্য শাস্তিও নির্ধারিত করে রেখেছে । তাই ইসলাম ধর্ম পবিত্র ও বৈধ

---

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية ٣١.

(٢) سورة الإسراء، جزء من الآية ٢٦.

পন্থায় মাল, সম্পদ অথবা ধনসম্পত্তি উপার্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং অপব্যয়, অপব্যবহার কিংবা বিনা প্রয়োজনে ও অসদুদ্দেশ্যে মাল, সম্পদ অথবা ধনসম্পত্তি ব্যয় করা নিষেধ করে দিয়েছে।

তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও এই বিষয়ে বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِم" (١).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

(١) سنن النسائي، رقم الحديث ٤٩٩٥، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: حسن صحيح.

ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ব্যক্তি তাকেই বলা যাবে, যার হস্ত এবং জিহ্বার অমঙ্গল হতে সকল জাতির মানব সমাজ নিরাপদে থাকবে, এবং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তি তাকেই বলা যাবে, যার অমঙ্গল হতে সকল জাতির মানব সমাজের জান ও মাল নিরাপত্তায় থাকবে”।

[সুনান্ নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৫, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন] ।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মের নিয়ম হলো: মুসলিম ব্যক্তি যেন সকল মানুষের সম্মান রক্ষা করে, তাদেরকে তার ভালবাসা দেখায় এবং তাদের সাহায্য করে। তাই সর্বোত্তম মুসলিম ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি, যেই ব্যক্তির কষ্টদায়ক কথা, কর্ম এবং আচরণ হতে অন্য সকল মানুষ নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। কেননা প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি কোনো মানুষের জান, মান ও মালের ক্ষতি সাধন করে না।

৫ - কল্যাণময় জীবন লাভ

ইসলাম ধর্ম ইহকাল ও পরকালে সুখজনক, মঙ্গলময়, আনন্দময় জীবন প্রদান করতে সক্ষম; তাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে প্রকৃত ঈমানের সহিত সৎকর্ম সম্পাদন করবে, সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, আমি তাকে সুখজনক কল্যাণময় পবিত্র জীবন প্রদান করবো”।

(সূরা আন্‌নাহ্‌ল, আয়াত নং ৯৭ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة النحل، جزء من الآية ٩٧.

ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামের বৈশিষ্ট্য অনেকগুলি রয়েছে, তার মধ্যে থেকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

১- ইসলাম ধর্ম এসেছে মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় এক মাত্র ইসলাম হলো আল্লাহর নিকটে পরিগৃহীত সত্য সঠিক একটি ধর্ম"।

(সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৯ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ ﴾(١).

---

(١) سورة آل عمران، جزء من الآية ١٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের জন্য যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ করো এবং তোমাদের প্রভুকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো মিত্রদের অনুসরণ কোরো না"। (সূরা আল্ আরাফ, আয়াত নং ৩ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল (দূত))! "তুমি বলে দাও: হে সকল জাতির মানব সমাজ! নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট হতে এসেছে পবিত্র কুরআন; সুতরাং যে ব্যক্তি এই পবিত্র কুরআনের সঠিক পথিক হবে, সে ব্যক্তি নিজের মঙ্গলের জন্যই সেই পথের পথিক হবে এবং যে ব্যক্তি

---

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية ٣.

(٢) سورة يونس، جزء من الآية ١٠٨.

এই পবিত্র কুরআনের পথের সঠিক পথিক হতে পারবে না, সে ব্যক্তি নিজের অমঙ্গলের জন্যই বিপথগামী হবে”। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং ১০৮ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট হতে সত্যধর্ম ইসলামের সত্য প্রমাণ রাসূল এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য জ্যোতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি”। (সূরা আন্‌নিসা, আয়াত নং ১৭৪)।মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلۡحَقِّ مِن رَّبِّكُمۡ فَـَٔامِنُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ ﴾(٢).

---

(١) سورة النساء، الآية ١٧٤.

(٢) سورة النساء، جزء من الآية ١٧٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট হতে এই সত্য রাসূল নিয়ে এসেছে সত্যধর্ম ইসলাম; সুতরাং তোমরা এই সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করো; কেননা এটাই তো তোমাদের জন্য মঙ্গলদায়ক ধর্ম"।

(সূরা আন্‌নিসা, আয়াত নং ১৭০ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ﴾ (١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে এই সত্যধর্ম ইসলামের জ্যোতি ও স্পষ্ট গ্রন্থ পবিত্র কুরআন এসেছে"। (সূরা আল্ মায়েদা, আয়াত নং ১৫)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

---

(١) سورة المائدة، جزء من الآية ١٥.

﴿ إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সেইরূপ ওহি বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ করেছি, যেইরূপ নূহ ও তার পরবর্তী নাবীগণের প্রতি ওহি বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ করেছিলাম"। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং ১৬৫ এর অংশবিশেষ)।

অতএব এই সব আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্ম এসেছে মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; সুতরাং ইসলাম ধর্মই হলো আল্লাহর সত্য ও প্রকৃত ধর্ম। তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর নিকটে পরিগৃহীত ধর্ম নয়; কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾(٢).

---

(١) سورة النساء، جزء من الآية ١٦٣.

(٢) سورة آل عمران، الآية ٨٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবে, সে জেনে রাখবে যে, এটা তার কাছ থেকে পরিগৃহীত হবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা হয়ে চিরস্থায়ীর জন্য জাহান্নামিদের সঙ্গী হয়ে থাকবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

সুতরাং এই সব আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম ধর্ম এসেছে মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

২- ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বধর্ম

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল (দূত))! "তুমি বলে দাও: হে সকল জাতির মানব সমাজ! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূলরূপে বা দূতরূপে প্রেরিত হয়েছি"।

---

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية ١٥٨.

(সূরা আল্ আরাফ, আয়াত নং ১৫৮ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল) ! "আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল আশিস রূপেই প্রেরণ করেছি"। (সূরা আল্ আম্বিয়া, আয়াত নং ১০৭)।

অতএব এই সব আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বধর্ম।

৩- ইসলাম স্থিতিশীলতার ধর্ম

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর এটাই হচ্ছে আমার সরল সঠিক পথ ইসলাম ধর্ম; সুতরাং এরই অনুসরণ করো, এবং এই

(١) سورة الأنبياء، الآية ١٠٧.

(٢) سورة الأنعام، جزء من الآية ١٥٣.

সঠিক পথ ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না; কেননা সেই পথগুলি তোমাদেরকে সঠিক পথ ইসলাম ধর্ম থেকে বিপথগামী করে দেবে"।

(সূরা আল আন্‌আম, আয়াত নং ১৫৩ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল (দূত))! "তুমি যে রকম ভাবে ইসলাম ধর্ম মেনে চলার জন্য আদিষ্ট হয়েছো, সেই রকম ভাবেই তার উপর অটল থাকো এবং যারা তাওবা করে তোমার সাথে ইসলাম ধর্মের অনুগামী হয়েছে, তারাও যেন ইসলাম ধর্মের উপর অটল থাকে, এবং তোমরা এই ইসলাম ধর্মের সীমালঙ্ঘন করবে না"।

(সূরা হূদ, আয়াত নং ১১২ এর অংশবিশেষ)।

এই সব আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম যুগোপযোগী সর্বদেশীয় এবং চিরস্থায়ী টিকে থাকার ধর্ম; সুতরাং এই ধর্ম সকল দেশের প্রতি ও সকল জাতির

---

(١) سورة هود، جزء من الآية١١٢ .

প্রতি প্রযোজ্য; তাই বিশ্ববাসী ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে মেনে নিতে এবং সহজে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম।

তাই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের কতকগুলি বিনিশ্চিত বুনিয়াদি ও মৌলিক নীতি নির্ধারিত রয়েছে, যেগুলি সন্দেহাতীতভাবে স্থিরীকৃত এবং নিশ্চিতরূপে স্থায়ী। যেমন আল্লাহর প্রতি অটুট ঈমান বা বিশ্বাস এবং তার সমস্ত শাখা-প্রশাখা ও আনুষঙ্গিক বিষয়।

৪-ইসলাম ব্যাপকতার ধর্ম

ইসলাম ধর্ম মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তাই এই ধর্মকে ব্যাপক ধর্ম বা ব্যাপকতার ধর্ম বলা উচিত। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল (দূত))! "আমি তোমার প্রতি ঐশী বাণী অবতীর্ণ করেছি, প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহকারে"।

(সূরা আন্‌নাহ্‌ল, আয়াত নং ৮৯ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة النحل، جزء من الآية ٨٩.

৫- ইসলাম বাস্তবতার ধর্ম

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা পালন করার সাধ্য তার থাকে না”। (সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ২৮৬ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: “তাই তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভক্তিসহকারে ভয় করো এবং তাঁর উপদেশ শুনো ও তাঁর আনুগত্য করো”।

(সূরা আত্তাগাবুন, আয়াত নং ১৬ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ٢٨٦.

(٢) سورة التغابن، جزء من الآية ١٦.

এই সব আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সকল প্রকারের বিধান অতি সহজ। তাই প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মটি হলো বাস্তবতার ধর্ম।

৬- ইসলাম উদারপন্থা ও নমনীয়তার ধর্ম

ইসলাম ধর্মে রয়েছে কমলতা এবং উদারনীতি; তাই এই ধর্মকে করুণাপূর্ণ এবং সংকীর্ণতাশুন্য কিংবা সংকীর্ণতামুক্ত ধর্ম বলাই উচিত। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "তিনি (আল্লাহ) ইসলাম ধর্মের মধ্যে তোমাদের জন্য কোন প্রকার জটিলতা রাখেন নি"।
(সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং ৭৮ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾(٢) .

---

(١) سورة الحج، جزء من الآية ٧٨.

(٢) سورة المائدة، جزء من الآية ٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদেরকে জটিলতার মধ্যে ফেলে রাখতে চান না"।

(সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ পন্থা পছন্দ করেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য করুণ বা কষ্টদায়ক পন্থা পছন্দ করেন না"।

(সূরা আল বাকারাহ্, আয়াত নং ১৮৫ এর অংশবিশেষ)।

ইসলাম উদারপন্থা ও নমনীয়তার ধর্ম, এবং এতে কোন প্রকারের জটিলতা নেই, এর প্রমাণ অনেক হাদীসের মধ্যেও রয়েছে; সুতরাং এখানে মাত্র একটি হাদীসের উল্লেখ করা হলো:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛ فَلاَ

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ١٨٥.

يَعْجَـــلْ حَتَّـــى يَقْضِـــيَ حَاجَتَـــهُ مِنْـــهُ، وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ" (١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যখন পানাহারে রত থাকবে, তখন যদিও সেই সময়ে কোন নির্দিষ্ট নামাজের জন্য একামত দেওয়া হয়, তবুও সে যেন পানাহার শেষ না করা পর্যন্ত তাড়াহুড়া না করে"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬ - (৫৫৯), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মের নিয়ম হলো: মানুষের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন অবস্থা এবং পরিস্থির দিকে লক্ষ্য রাখা; যাতে কোনো সময় মানুষের মধ্যে জটিলতা দেখা না দেয়।

---

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٧٤ ، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٦- (٥٥٩)، واللفظ للبخاري.

৭- ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: মহান আল্লাহ তিনিই “যিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকে সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন”। (সূরা আস্‌সাজদাহ, আয়াত নং ৭ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর্ (মহান আল্লাহই) তোমাদেরকে রূপদান করেছেন এবং সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন”। (সূরা আল মুমিন, আয়াত নং ৬৪ এর অংশবিশেষ) ।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾(٣) .

---

(١) سورة السجدة، جزء من الآية ٧.

(٢) سورة غافر، جزء من الآية ٦٤.

(٣) سورة البقرة ، جزء من الآية ١٩٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর্ তোমরা তোমাদের কর্ম, চরিত্র এবং অভাবগ্রস্তদের সাথে আচরণপদ্ধতি সুন্দর করে রাখো; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সুন্দরপন্থা অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন”।

(সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ১৯৫ এর অংশবিশেষ)।

যেহেতু ইসলাম ধর্ম এসেছে মহান আল্লাহ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে এবং মহান আল্লাহ সর্বদিক দিয়ে সুন্দর; অতএব তার সত্য ধর্ম ইসলামও সর্বদিক দিয়ে সুন্দর। তাই ইসলাম ধর্ম মানুষকে সুন্দর জীবনপদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ প্রদান করে।

এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ...إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ..."(١).

---

(١) صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ١٤٧- (٩١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: ---"আল্লাহ সবদিক দিয়ে সুন্দর; তাই তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন ---"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৭ - (৯১) এর অংশবিশেষ]

অতএব মানুষের চরিত্র, আচরণ এবং জীবনপদ্ধতি যেন সুন্দর হয়, এটাই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মুসলিমগণের বাহ্যিক অবস্থাও যেন হয় সুন্দর, চকচকে, উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আর এটা এই জন্য যে, "আল্লাহ সবদিক দিয়ে সুন্দর; তাই তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন"।

৮- ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আমি তোমাদেরকে করেছি একটি উৎকৃষ্ট ন্যায়নিষ্ঠ মধ্যপন্থীর জাতি"।

---

(١) سورة البقرة ، جزء من الآية ١٤٣.

(সূরা আল্ বাকারাহ , আয়াত নং ১৪৩ এর অংশবিশেষ)।

يجب على الإنسان المسلم أن يجتهد في العمل الصالح والطاعة بطريقة الوسط المعتدل؛ حتى لا يصيبه الملال؛ فيترك العمل ويشقى؛ لذلك يحث هذا الحديث على اتباع أسلوب الرفق والوسط والاعتدال؛ في العمل والطاعة والعبادة، وفي أمور الحياة كلها(١).

অর্থ: মুসলিম ব্যক্তির অপরিহার্য বিষয় হলো এই যে, সে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম ও মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর উপাসনা সুষম ও মধ্যপন্থার আলোকে সম্পাদন করার জন্য সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকবে;

---

(١) انظر فتح البارئ شرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المكتبة العصرية، طبعة عام ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، المجلد الثالث عشر، شرح الحديث برقم ٦٤٦٣، ص ٧٧٧٥- ٧٧٧٨.

যেন তার মধ্যে বিরাগ সৃষ্টি না হয়ে যায়; নচেৎ সে সৎকর্ম ও মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর উপাসনা পরিত্যাগ করে দুর্ভাগ্যবান হয়ে ভীষণ কষ্টে পড়ে যাবে; তাই এই হাদীসটি নম্রতা, সুষম ও মধ্যপন্থার আলোকে সৎকর্ম ও মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর উপাসনা বা ইবাদত এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

(দেখতে পারেন আল্লামা হাফেজ আহ্মাদ বিন আলী বিন হাজার আল্আস্কালানীর সহীহ বুখারীর শার্হ্ ফাতহুলবারী, হাদীস নং ৬৪৬৩ এর ব্যাখ্যার অংশবিশেষ, আলমাকতাবা আলআসরীয়া, সংস্করণ সন ১৪২৬ হিজরী {২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ}, পৃ: ৭৭৭৫-৭৭৭৮)।

তাই এই ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে; সুতরাং উক্ত হাদীসগুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"...سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوْا

وَرُوْحُـوْا، وَشَـيْءٌ مِـنَ الدُّلْجَـةِ، وَالْقَصْـدَ، الْقَصْـدَ تَبْلُغُوْا"(١).

অর্থ: আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "শ্রেষ্ঠতর পন্থায় ইসলাম ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে নিয়োজিত থাকতে না পারলে, কমপক্ষে তার নিকটবর্তী স্তরে মধ্যপন্থায় থাকার চেষ্টা করো, পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে সকাল-বিকাল ও রাত্রের কিছু অংশে নিয়োজিত থাকো, সব ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা আঁকড়ে ধরে থাকো; তবেই তোমরা তোমাদের কর্মে শিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৬৪ এর অংশবিশেষ]

এই হাদীস হতে বুঝা যায় যে,ইসলাম ধর্মের নিয়ম হলো: প্রতিটি বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। সুতরাং ইসলাম ধর্মে উপাসনা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে, ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনের বিষয়ে এবং পার্থিব জগতের সমস্ত কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন

---

(١) صحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٦٤٦٣.

করাই হলো সর্বোত্তম পন্থা। তাই আনুগত্য, প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এবং জীবনযাপনের প্রতিটি বিষয়ে কাঠিন্য বা কঠিনতা সর্বত্র বর্জনীয়।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ؛ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ"(١).

অর্থ: আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “নিশ্চয় ইসলাম ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সহজ ধর্ম; তাই যে

---

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٩، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٧٦ - (٢٨١٦)، واللفظ للبخاري.

ব্যক্তি ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে কাঠিন্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি অপারক হয়ে যাবে; সুতরাং শ্রেষ্ঠতর পন্থায় ইসলাম ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে নিয়োজিত থাকতে না পারলে, কমপক্ষে তার নিকটবর্তী স্তরে মধ্যপন্থায় থাকার চেষ্টা করো এবং এই পন্থায় পুণ্য অর্জনের সুসংবাদ গ্রহণ করো আর এই পুণ্য অর্জনের জন্যে ইসলাম ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে সকাল-বিকাল ও রাত্রের কিছু অংশে নিয়োজিত থাকো"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯]

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ধর্মের কোনো কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে কাঠিন্য অবলম্বন করবে এবং সুষমতা ও মধ্যপন্থা বর্জন করবে, সে ব্যক্তি ধর্মের যে কোনো কর্মে কিংবা ইবাদাতের যে কোনো বিষয়ে অপারক হয়ে নিবৃত্ত হয়ে যাবে।

৯- ইসলাম সচ্চরিত্রের ধর্ম

যে ব্যক্তির অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান থাকবে, সে ব্যক্তির চরিত্র শ্রেষ্ঠতম হবে। তাই ইসলাম ধর্ম মুসলিমগণকে আহ্বান জানায় সচ্চরিত্রের দিকে, সদাচরণের দিকে এবং সদ্ব্যবহারের দিকে; যেন তাদের দ্বারা অন্য কোনো মানুষের কোনো প্রকার কষ্ট বা ক্ষতি সাধন না হয়। তাই সব

ক্ষেত্রে বা বিষয়ে ইসলামী আদবকায়দা আঁকড়ে ধরে থাকা, শ্রেষ্ঠতর চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করার নিদর্শন।

অতএব সচ্চরিত্রের গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি ইসলাম ধর্মের কতকগুলি উপদেশ এখানে উল্লেখ করা হলো। এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ প্রদান করেন ন্যায়বিচার ও সদাচরণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান প্রদান করার জন্য, আর তিনি নিষেধ করেন অশালীন ব্যবহার, অনাচার ও অন্যায় কাজ করতে এবং তিনি তোমাদেরকে হিতোপদেশ প্রদান করেন; যেন তোমরা

---

(١) سورة النحل، الآية ٩٠.

উপদেশ মেনে চলতে পারো”। (সূরা আন্‌নাহ্‌ল, আয়াত নং ৯০)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর তোমরা মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে”। (সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ৮৩ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভক্তিসহকারে ভয় করো (তাঁর উপদেশ মেনে এবং তাঁর আইনলজ্ঘন না করার মাধ্যমে) আর সততার সহিত সত্যবাদীদের সাথে থাকো”। (সূরা আত্ তাওবাহ্, আয়াত নং ১১৯)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ٨٣.

(٢) سورة التوبة، الآية ١١٩.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত ও যথার্থ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা অবৈধ করে দিয়েছেন, তাকে হত্যা করো না"। (সূরা আল্ ইস্রা (বানী ইসরাঈল), আয়াত নং ৩২ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না; কারণ এটা অশালীন কাজ এবং অত্যন্ত জঘন্য পথ"।
(সূরা আল্ ইস্রা (বানী ইসরাঈল), আয়াত নং ৩৩)।

সচ্চরিত্রের বিষয়ে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে; তাই এখানে

---

(١) سورة الإسراء، جزء من الآية ٣٣.

(٢) سورة الإسراء، الآية ٣٢.

উক্ত হাদীসগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَـنْ أَبِـيْ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: "أَكْمَـلُ الْمُـؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًـا أَحْسَـنُهُمْ خُلُقًـا، وَخِيَـارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ"(١).

অর্থ: আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত ঈমানের দিক দিয়ে সেই সব মানুষ পরিপূর্ণ, যারা তাদের মধ্যে চারিত্রিক দিক দিয়ে সব চেয়ে বেশি উত্তম, এবং তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট মানুষ তারাই, যারা আপন মহিলাগণের নিকটে উৎকৃষ্ট"।

---

(١) جامع الترمذي، رقم الحديث ١١٦٢، قال الترمذي عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح.

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬২, ইমাম তিরমিযি বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ [সুন্দর সঠিক]

وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ" (١).

অর্থ: আবুদ্দারদা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “কিয়ামতের দিন প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী করার জন্য সচ্চরিত্রের চেয়ে উত্তম জিনিস আর কিছুই নেই, আর আল্লাহ অশালীন ব্যবহারের মানুষকে ঘৃণা করেন”।

---

(١) جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٠٠٢، قال الترمذي: ... هذا حديث حسن صحيح، وسنن أبي داود، رقم الحديث ٤٧٩٩، واللفظ للترمذي، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح.

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০০2, এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৯৯, --- ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম একটি সচ্চরিত্রের ধর্ম।

وَعَــنْ أَبِــيْ هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُــوْلَ اللهِ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: "إِنَّ مِــنْ شَــرِّ النَّــاسِ ذَا الْــوَجْهَيْنِ، اَلَّــذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ"(١).

অর্থ: আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

(١) صــحيح مســلم، رقــم الحــديث ٩٨- (٢٥٢٦)، وهــو واقــع بــين الــرقمين ٩٦- (٢٦٠٤)، ١٠١- (٢٦٠٥)، وصــحيح البخــاري، رقــم الحــديث ٧١٧٩، واللفــظ لمسلم.

ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “মানুষের মধ্যে অবশ্যই সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট, যে ব্যক্তি দুমুখো (দুরকম কথা বলে); তাই সে এক দলের মানুষের কাছে একরূপ কথা বলবে, এবং অন্য দলের মানুষের কাছে অন্যরূপ কথা বলবে” (দুইজনের মধ্যে বা দুইদলের মধ্যে শত্রুতা কিংবা দ্বন্দ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে)।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮ -(২৫২৬), এই হাদীস নং টি রয়েছে হাদীস নং ৯৬ -(২৬০৪) ও ১০১- (২৬০৫) এর মধ্যে, এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৭৯, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে।]

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, চুগলি করা একটি মহাপাপ; তাই এই বিষয়টি থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য। কেননা ইসলাম ধর্ম মানব সমাজে মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং উদ্বেগ, অশান্তি এবং অস্থিরতার সমাধান চায়।

وَعَـــنْ عَائِشَـــةَ رَضِـــيَ اللَّهُ عَنْهَـــا عَـــنِ النَّبِـــيِّ صَـــلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ: الْأَلَدُّ الْخَصِمُ"(١).

অর্থ: নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আল্লাহর কাছে মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঝগড়াটে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫ -(২৬৬৮) তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

---

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث٢٤٥٧، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥-(٢٦٦٨)، واللفظ للبخاري.

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যায়ভাবে ঝগড়া করা সদাচারীর স্বভাব নয়। কেননা এই অন্যায় ঝগড়ার দ্বারা মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

১০- ইসলাম ন্যায়বিচারের ধর্ম

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ প্রদান করেন ন্যায়বিচার ও সদাচরণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য"।

(সূরা আন্‌নাহ্‌ল, আয়াত নং ৯০ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তোমরা যখন কোনো মানুষকে লক্ষ্য করে কোনো কথা বলবে, তখন সত্যতা বজায় রেখে ন্যায্য কথাই বলবে, যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়"।

---

(١) سورة النحل، جزء من الآية ٩٠.

(٢) سورة الأنعام، جزء من الآية ١٥٢.

(সূরা আল আন্‌আম, আয়াত নং ১৫২ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ ﴾(١) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে ঈমানদার মুসলিমজাতি! তোমরা পুরোপুরিভাবে অবিচল থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে সততার সাথে সাক্ষ্য প্রদানের সহিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং কোনো সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের শত্রুতা থাকলে, এই শত্রুতা তোমাদেরকে যেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা হতে কোনো সময়েই বিরত না রাখে; তাই তোমরা নিজেদের ও শত্রুদের ক্ষেত্রে সর্বদা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে"।

(সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং ৮ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة المائدة ، جزء من الآية ٨.

এই সমস্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়ে গেলো যে, ইসলাম ধর্মের দ্বারাই এই পৃথিবীর বুকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তাই এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে যারা অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি এবং নির্যাতন নিবারণ করতে চান, তারা যেন ইসলাম ধর্মের আদর্শ অবলম্বন করেন; কেননা ইসলাম ধর্মই এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে সার্বিক অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি এবং নির্যাতন সঠিকভাবে নিবারণ করার ক্ষমতা রাখে।

তবে আজ কতকগুলি মুসলিমদের আচরণে এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের আদর্শে অনেক তফাত আছে; সুতরাং আমি ইসলাম ধর্মের আদর্শ সঠিকভাবে অবলম্বন করার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করি বিচারশক্তিসম্পন্ন কোনো মানুষই এই তফাতে বিবাদ করবেন না; যেহেতু এই বিষয়টি স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্য কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না!

ইসলাম ধর্ম মেনে চলার উপকারিতা

ইসলাম ধর্মের মধ্যে অনেকগুলি উপকারিতা রয়েছে, তার মধ্যে থেকে কতকগুলি উপকারিতার বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১- কেবল ইসলাম ধর্মই মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঠিক ধারণা ও সঠিক পরিচয় প্রদান করতে সক্ষম ।

২- শুধু ইসলাম ধর্মই মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদতের বা উপাসনার সঠিক পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারে।

৩- এক মাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যেই মহান আল্লাহর নৈকট্য অথবা সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ রয়েছে।

৪- ইসলাম ধর্মের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর রহ্মত ও আশিস অর্জন করা যেতে পারে।

৫- ইসলাম ধর্মের মধ্যেই আত্মা পরিশুদ্ধ করার সঠিক সহজ পন্থা রয়েছে।

৬ - ইসলাম ধর্মের দ্বারাই ইহকালে এবং পরকালে সুখদায়ক আনন্দময় জীবন লাভ করা সম্ভব।

৭- ইসলাম ধর্মের দ্বারাই এই পৃথিবীর বুকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

৮- ইসলাম ধর্মই একমাত্র এই পৃথিবীর বুকে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৯- ইসলাম ধর্মই এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে সার্বিক অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি এবং নির্যাতন নিবারণ করার ক্ষমতা রাখে।

১০- কেবল ইসলাম ধর্মের দ্বারা জগৎ, জীবন এবং মানব জাতির প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

১১- মানুষ যখন ইসলামকে নিজের ধর্ম এবং আদর্শ হিসেবে সঠিক পন্থায় পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে নিতে পারবে, তখন সে ইসলামের দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে সক্ষম হবে।

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান

প্রথমত: মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের সংজ্ঞা

যে বস্তুটি মানুষের অন্তরে অটল ভাবে স্থির হয়ে থাকে অথবা যে বস্তুটির দ্বারা মানুষের অন্তর, বুদ্ধি, চেতনা, অনুভব, অনুভুতি এবং উপলদ্ধি শক্তি বা ক্ষমতা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাকেই ঈমান বলে ।

সুতরাং প্রকৃত ঈমানদার মানুষ যখন চিন্তা করবে, তখন ঈমানের আওতাতেই চিন্তা করবে, যখন কথা বলবে, তখন ঈমানের আলোকেই কথা বলবে এবং যখন কেনো কর্ম সম্পাদন করবে, তখন ঈমানের দাবি অনুযায়ীই কর্ম সম্পাদন করবে।

অতএব প্রকৃত ঈমানের মৌলিক তিনটি দিক রয়েছে:

প্রথম দিকটি হচ্ছে: অন্তরের এমন অটল বিশ্বাস, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে: অন্তরের অটল বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

তৃতীয় দিকটি হচ্ছে: অন্তরের অটল বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান মোতাবেক কর্ম সম্পাদন করা।

তাই ঈমান স্থাপন করার অর্থ হলো: আল্লাহর প্রতি অন্তরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করার পর এই বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করে তার শিক্ষা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করা।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহর পরিচয়

নিঃসংশয়ে জেনে নেওয়া উচিত যে, পরাক্রমশালী মহিমাময় আল্লাহর পরিচয় অর্জন করাটা ইসলাম ধর্মে একটি মহাইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সর্বাপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য। এই জন্যেই পবিত্র কুরআনের মধ্যে ওই সব নিদর্শনাবলীকে গভীরভাবে গবেষণা করে দেখার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, যে সব নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্বের পরিচয় অর্জন এবং তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপন করার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

তাই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর পরিচয় বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে, উক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করলাম।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ ﴾.(١)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনিই সকল সৃষ্টির কর্মবিধায়ক"।
(সূরা আয্‌যুমার, আয়াত নং ৬২)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ رَبُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾.(٢)

ভাবার্থের অনুবাদ: "তোমাদের প্রকৃত প্রভু সমস্ত আসমান জমিনের প্রভু, যিনি এইগুলিকে সৃষ্টি করেছেন"।
(সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৫৬ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة الزمر، الآية ٦٢.

(٢) سورة الأنبياء، جزء من الآية ٥٦.

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٢٦ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রকৃত প্রভু”।
(সূরা আস্‌সাফ্‌ফাত, আয়াত নং ১২৬)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিশ্চয় আল্লাহ সকল সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষী”। (সূরা আল আন্‌কাবূত, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ﴾(٣).

---

(١) سورة الصافات، الآية ١٢٦.

(٢) سورة العنكبوت، جزء من الآية ٦.

(٣) سورة الحج، جزء من الآية ٦٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত"। (সূরা আল্ হাজ্জ, আয়াত নং ৬৪ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য বা মাবুদ কেবল আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য বা মাবুদ নেই"। (সূরা ত্বাহা, আয়াত নং ৯৮ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ সৎ লোকের ভাষায় আরও বলেছেন:

﴿ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾(٢) .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের (তথা সকলের) প্রকৃত প্রভু"। (সূরা আশ্‌শূরা, আয়াত নং ১৫ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾(١).

---

(١) سورة طه، جزء من الآية ٩٨.

(٢) سورة الشورى، جزء من الآية ١٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে সকল জাতির মানব সমাজ!) "তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (দূত) এর প্রতি ঈমান স্থাপন করো"। (সূরা আল্ হাদীদ, আয়াত নং ৭ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে মানব সমাজ!) "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করছো না? অথচ তদীয় রাসূল (দূত) তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান স্থাপন করার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে"।
(সূরা আল্ হাদীদ, আয়াত নং ৮ এর অংশবিশেষ)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে ওই সব নিদর্শনাবলিকে গভীরভাবে চিন্তাসহকারে গবেষণা করে দেখার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, যে সব নিদর্শনাবলির মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্বের

---

(١) سورة الحديد، جزء من الآية ٨.

(٢) سورة الحديد، جزء من الآية ٧.

পরিচয় অর্জন করা যায়। এবং তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপন করার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

মহান আল্লাহ জ্ঞানগম্য; সুতরাং তার অস্তিত্ব কিংবা সত্তা বুদ্ধির দ্বারা বা জ্ঞানের মাধ্যমে সাধারণভাবে জানা যায় ওবুঝা যায়। তাই পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করানোর জন্য বুদ্ধিমান বা জ্ঞানবান মানুষকে তার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং তাঁরই (এক মহান আল্লাহরই সৃষ্টির) নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র; অতএব চন্দ্র ও সূর্যকে তোমরা সিজদা করো না, সিজদা করো সেই

---

(١) سورة فصلت، الآية ٣٧.

আল্লাহকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এইগুলিকে, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত বা উপাসনা করতে চাও”। (সূরা (ফুস্‌সিলাত) হা-মীম সাজদা, আয়াত নং ৩৭)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে রাসূল {বার্তাবহ})! “তুমি বলে দাও: তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো সমস্ত আসমান ও জমিনে আল্লাহর পরিচয় অর্জনের জন্য অসংখ্য নিদর্শনাবলি রয়েছে, সেগুলির দ্বারা আল্লাহর পরিচয় অর্জন করো”। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং ১০১ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ ﴾(٢).

---

(١) سورة يونس، جزء من الآية ١٠١.

(٢) سورة الأعراف، جزء من الآية ١٨٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: “তারা (সকল জাতির মানব সমাজ) কি সমস্ত আসমান জমিনের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেনি? কেননা এইগুলির মধ্যে তো আল্লাহর পরিচয় অর্জনের জন্য অসংখ্য নিদর্শনাবলি রয়েছে, এবং এইগুলির দ্বারা আল্লাহর পরিচয় অর্জন করা অতি সহজ”।
(সূরা আল্ আরাফ, আয়াত নং ১৮৫ এর অংশবিশেষ)।
পবিত্র কুরআনের আলোকে, আল্লাহর সাহায্যে মহান আল্লাহর পরিচয় প্রদান করার জন্য বলছি:

إن الله هـــــو: "الإلـــــه المعبـــــود بحـــــق، ولا معبـــــود بحـــــق إلا هـــــو؛ ولا يســـتحق العبـــادةَ غيـــرُه، وهـــو موجـــود منـــذ الأزَل، قبْـــلَ كـــل شـــيء مـــن الخلائـــق؛ فهـــو الأَوَّلُ بـــلا ابتـــداء، وهـــو الآخِـــرُ البـــاقي إلـــى الأبـــد بـــلا انتهـــاء، لـــه كـــل صـــفات الكمـــال والجمـــال والجـــلال؛ فلـــيس لـــه شـــريك، ولا

شبيه ولا مثيل في وجوده وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحُكْمِه، الخالق لجميع الأشياء من كل العوالم، ومالكها وحافظها ورَبُّها؛ فيُدَبِّرها ويُصَرِّفُها، وَفْقَ علمه وإرادته وقدرته وحِكْمَتِه، قد استوى على عرشه، بائنٌ من خَلْقِه، لا يُوَصَفُ ولا يُعْبَدُ إلا بما شُرِعَ وثَبَتَ في القرآن الكريم والسنة الموثوقة، وفق المنهج المتبع لدى السلف الصالح"(١).

অর্থ: নিশ্চয় মহান আল্লাহ: সত্য উপাস্য, তিনি ছাড়া কোনোসত্য উপাস্য নেই, তিনি ব্যতীত কোনো উপাসনার

---

(١) الجهود الدعوية السلفية في الرد على الآرياسماجية الهندوسية ٠٠٠ للمؤلف نفسه، ص ٣٧٠.

কোনো ন্যায্য অধিকারীও নেই, সমস্ত সৃষ্টি জগতের পূর্বে অনন্তকাল হতেই তিনি সর্ব প্রথম অস্তিত্বশীল, অতএব তিনি আদি-অন্তহীন, তিনি পূর্ণতা, সৌন্দর্য ও মহিমার দিক দিয়ে সর্বগুণে গুণান্বিত; তাই তাঁর কোনো অংশীদার নেই, এবং তাঁর অস্তিত্ব, সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি, কার্যপরম্পরাও আইন প্রণয়নে তাঁর কোনো সমতুল্য ও সমকক্ষ নেই, কেবল তিনিই সারা জাহানের সকল বস্তুর স্রষ্টা, অধিপতি, সংরক্ষক, প্রতিপালক; সুতরাং তিনিই তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং কৌশল শক্তির দ্বারা সব জগতের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি মহাকাশের উপরে তাঁর আরশের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং সৃষ্টিকুল হতে পৃথক, পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে, সালাফে সালেহীনের (পূর্ববর্তী সৎলোকদের) নিয়ম পদ্ধতি ব্যতিরেকে তাঁর বিবরণ ও উপাসনা বিধেয় নয়।

ঈমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ঈমানের বৈশিষ্ট্য অনেকগুলি রয়েছে, তার মধ্যে থেকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হল।

১ - অদৃশ্যে ঈমান স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "এটা সেই মহা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন, যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই, আল্লাহর ওই সকল অনুগত মানবজাতির জন্য সুখদায়ক সৎপথ ইসলামের দিগ্‌প্রদর্শনকারী। যারা অদৃশ্যে আল্লাহর সুখদায়ক ধর্ম ইসলামের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে"।

(সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ২ এবং আয়াত নং ৩ এর অংশবিশেষ)।

---

(١) سورة البقرة، الآية ٢، وجزء من الآية ٣.

এখানে অদৃশ্যে ঈমান (অটল বিশ্বাস) স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে; তাই আল্লাহর প্রতি অদৃশ্যেই অটল ঈমান কিংবা বিশ্বাস স্থাপন করা অনিবার্য।

২ - দৃঢ়তার সহিত ঈমান স্থাপন করা।

দৃঢ়তার সহিত অন্তরে এমন ঈমান স্থাপন করা উচিত, যার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

মহান আল্লাহ আর বলেছেন:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান হচ্ছে তারাই, যারা অন্তর থেকে মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করার পর, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করে না"। (সূরা আল্ হুজুরাত, আয়াত নং ১৫)।

সুতরাং মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান বা অটল বিশ্বাস স্থাপন করার পর, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিরাট আশংকা রয়েছে। তাই

---

(١) سورة الحجرات، جزء من الآية ١٥.

আল্লাহর প্রতি অটল ঈমান কিংবা বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করা থেকে সতর্ক থাকা অনিবারণীয় বিষয়।

৩ - ঈমানের মধ্যে বিভাজ্যের কোনো অবকাশ নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণের ধর্মের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে

---

(١) سورة النساء، الآيتان ١٥٠-١٥١.

আর বলে যে, রাসূলগণের মধ্যে কতিপয় রাসূলের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করবো এবং কতিপয় রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করবো। এর মাধ্যমে তারা ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো একটি মতের পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে। এরাই প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী অমুসলিম, এই সকল ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী অমুসলিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি"।

(সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং ১৫০-১৫১)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾(١).

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ٨٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: “তবে তোমরা কি ঐশীবাণীর গ্রন্থ হতে কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করবে?! তোমাদের মধ্যে যারা এইরূপ কাজ করবে, তারা পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া কিছুই পাবেনা এবং পরকালে কঠোরতর শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে”।
(সূরা আল্ বাকারাহ, আয়াত নং ৮৫ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: হে ঈমানদার মুসলিমজাতি! “তোমরা ইসলাম ধর্মের নিয়মাবলি পুরোপুরিভাবে অবলম্বন করো”।
(সূরা আল্ বাকারাহ, আয়াত নং ২০৮ এর অংশবিশেষ)।

এই সমস্ত আয়াতগুলির দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মের নিয়মাবলি পুরোপুরিভাবে অবলম্বন করা অপরিহার্য বিষয়।

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ٢٠٨.

৪- ঈমানের বিষয়টি মৌখিক প্রকাশ করা দরকার।

দৃঢ় ঈমানের সাথে সাথে বা অন্তরে অটল বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে তা মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং সেই মোতাবেক কর্মে অবিচল থাকা ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন ও দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: হে মুসলিমজাতি! "তোমরা বলে দাও: আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ঐশীবাণী আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান স্থাপন করেছি"।

(সূরা আল্ বাকারাহ, আয়াত নং ১৩৬ এর অংশবিশেষ)।

﴿ قُلۡ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَا ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে রাসূল {বার্তাবহ})! "তুমি বলে দাও: আমরা যে সত্তার উপাসনা করি তিনি হলেন অনন্ত করুণাময়;

---

(١) سورة البقرة، الآية ١٣٦.

(٢) سورة الملك، جزء من الآية ٢٩.

তাই আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান স্থাপন করেছি এবং আমরা তাঁরই উপর ভরসা রেখেছি”।
(সূরা আল্ মুল্ক, আয়াত নং ২৯ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍۢ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে রাসূল {বার্তাবহ})! “এবং তুমি বলে দাও: আল্লাহ যে সমস্ত ঐশীবাণীর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সে সবগুলির প্রতি আমি ঈমান স্থাপন করেছি”।
(সূরা আল্ আশ্শূরা, আয়াত নং ১৫ এর অংশবিশেষ)।
মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর তারা শির্ক এবং ঔদ্ধত্যের অনুসরণে আল্লাহর প্রদত্ত সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলো, অথচ সেইগুলিকে তারা তাদের মনের মধ্যে সত্য

---

(١) سورة الشورى، الآية ١٥.

(٢) سورة النمل، جزء من الآية ١٤.

বলেই স্বীকার করতো”। (সূরা আন্নাম্ল, আয়াত নং ১৪ এর অংশবিশেষ)।

অতএব আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান বা অন্তরে অটল বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে তা মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করার দরকার রয়েছে। নচেৎ আল্লাহর প্রতি শুধু অন্তরে দৃঢ় ঈমান রাখা বা অন্তরে শুধু অটল বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট নয়; তাই আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমানের সাথে সাথে বা অন্তরে অটল বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে তা মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করার প্রয়োজন রয়েছে।

৫- ঈমানের বিষয়গুলি স্পষ্ট ও বাস্তবতার উপর স্থাপিত।

ঈমানের সমস্ত বিষয় স্পষ্ট ও বাস্তবতার উপর স্থাপিত; সুতরাং তার মধ্যে কোন প্রকার অস্পষ্টতা কিংবা দ্বন্দ্ব নেই।

৬- ঈমানের বুনিয়াদ অংশীবিহীন মহান আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু সাব্যস্ত করার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭- ঈমানের কোন বিষয়, সঠিক বিবেক ও সঠিক এবং প্রকৃত স্বভাবের বিপরীত নয়।

সুতরাং সঠিক বুদ্ধি এবং সঠিক ও প্রকৃত স্বভাবের মধ্যে এবং ঈমানের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই।

৮- ঈমানের কোন বিষয়ে কোন প্রকার প্রয়াস অনুমান প্রয়োগ প্রযোজ্য নয়।

মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপনের উপকারিতা

মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপনের মধ্যে অনেকগুলি উপকারিতা রয়েছে, তার মধ্যে থেকে কতকগুলি উপকারিতার বিবরণ সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হল।

১- মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা

তাই ঈমানদার মুসলিমগণ বলে থাকেন:

قال الله عز جل على لسان المؤمنين:

﴿ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: " হে সারা জাহানের সত্য পালনকর্তা! আমরা কেবল আপনারই ইবাদত বা উপাসনা করি এবং শুধু মাত্র আপনারই সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করি"।
(সূরা আল্ ফাতিহা, আয়াত নং ৫)।
এদেরই বিবরণ মহান আল্লাহ এইরূপ প্রদান করেছেন:

---

(١) سورة الفاتحة، الآية ٥.

﴿ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "তারা কেবল আমারই ইবাদত বা উপাসনা করবে, আমার সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করবে না"। (সূরা আন্‌নূর, আয়াত নং ৫৫ এর অংশবিশেষ)।

والإخلاص لله تعالى، هو: فعل الطاعات لوجه الله، وتنقيتها من شوائب الشرك والرياء.

অর্থ: আর একনিষ্ঠতা অথবা এখলাস হচ্ছে: আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর আনুগত্য করা এবং সেই আনুগত্যকে শিরক ও কপটতার কলুষ থেকে নৈকষ্য রাখা।

২- মহান আল্লাহর সবচেয়ে বেশি ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম ও ভালোবাসা

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ এইরূপ বিবরণ প্রদান করেছেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ ﴾(١).

---

(١) سورة النور، جزء من الآية ٥٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপন করেছে, তারাই তাঁর পরম প্রেমিক”।
(সূরা আল্ বাকারাহ্, আয়াত নং ১৬৫ এর অংশবিশেষ)।

সুতরাং প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিগণ মহান আল্লাহকেই বিশুদ্ধ ভক্তিসহকারে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এবং বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই তাঁর উপাসনা ও আরাধনা করে।

৩- উচ্চ মর্যাদালাভ

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপন করেছে, আর যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উচ্চ করে দিবেন”।
(সূরা আল মুজাদালা, আয়াত নং ১১ এর অংশবিশেষ) ।

---

(١) سورة البقرة، جزء من الآية ١٦٥.

(٢) سورة المجادلة، جزء من الآية ١١.

৪- পরকালে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ

এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "যারা অন্তর থেকে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপন করবে এবং সৎকর্মে অবিচল থাকবে, তিনি তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদীসমূহ এবং সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী"। (সূরা আত্তাগাবুন, আয়াত নং ৯)।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

---

(١) سورة التغابن، جزء من الآية ٩.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপন করেছে, এবং সৎকর্মে অবিচলিত হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদীসমূহ”।
(সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং ১৪)।
এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شهدنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر...؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا بِلَالُ، قُمْ؛

---

(١) سورة الحج، جزء من الآية ١٤.

فَـــــأَذِّنْ: لاَ يَـــــــدْخُلُ الْجَنَّـــــــةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ" ٠٠٠(١).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: যে আমরা খায়বারের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে উপস্থিত ছিলাম--- সুতরাং (সেই স্থানেই) আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছিলেন: "হে বিলাল! তুমি উঠে দাঁড়াও এবং প্রচার করে দাও: "প্রকৃত ঈমানদার অন্তর থেকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি ব্যতীত কোন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬০৬ এর অংশবিশেষ]

সুতরাং ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে শান্তি এবং মুক্তি নেই; তাই যে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে শান্তি এবং মুক্তিলাভ করতে ইচ্ছা করবেন, তাঁর জন্য সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রকৃত মুসলমান বা মুসলিম হয়ে জীবনযাপন করা অপরিহার্য হয়ে যাবে।

---

(١) صحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٦٦٠٦.

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [ﷺ] এর পরিচয়

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, তিনি আব্দুলমুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ওয়াহাবের কন্যা আমেনা।

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কুরাইশ বংশের অতিসম্ভ্রান্ত হাশেম গোত্রে ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ সালের ২০ অথবা ২৩ এপ্রিল {৯ কিংবা ১২ রবিউল আওয়াল} মাসে হিজরী সনের ৫৩ বছর পূর্বে সোমবারের সুপ্রভাতে পবিত্র মাক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি যখন ষষ্ট বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন তখন তাঁর মাতা ওয়াহাবের কন্যা আমেনার তিরোধান ঘটে।

তাই তিনি তাঁর পিতামহ আব্দুলমুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে সযত্নে লালিতপালিত হতে থাকেন, কিন্তু তিনি যখন অষ্টম বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন, তখন তাঁর পিতামহ আব্দুলমুত্তালিবও ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। এবং তাঁর পিতামহ আব্দুলমুত্তালিবের মৃত্যুবরণের পর তিনি তাঁর প্রাজ্ঞ পিতৃব্য আবূতালিবের স্নিগ্ধ ব্যবহারের সুশীতল ছায়াতলে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত স্নেহময় জীবন অতিবাহিত করেন। অতঃপর

তাঁর প্রাজ্ঞ পিতৃব্য আবূতালিব হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যুবককালে আস্‌সাদিক আল্‌আমীন (সত্যবাদী এবং বিশ্বাসভাজন আমানতদার) এর উপাধি লাভ করেছিলেন। এবং তাঁর এই উপাধি ও সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

যখন মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বিবাহ তাঁর চাচাগণের মাধ্যমে খাদীজার সাথে সম্পাদিত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিলো ২৫ বছর। এবং খাদীজার বয়স ছিলো ২৮ বছর অথবা ৪০ বছর।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মানুষের মধ্যে তাঁর দেহের গঠন এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে সব চাইতে বেশি সুন্দর ছিলেন। এবং মানবতার দিক দিয়েও ছিলেন তিনি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই তিনি সর্ব প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত। সদ্ব্যবহার ও সদ্‌বুদ্ধির সর্বগুণেও তিনি বিভূষিত ছিলেন; তাই তাঁর আচরণও ছিলো অত্যান্ত সংযত। এই জন্যই তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় ধৈর্যশীল, সহনশীল, দয়াশীল, সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ, পরহিতাকাঙ্খী, ক্ষমাশীল এবং সংযমপরায়ণ। সুতরাং তাঁকে

কোনো প্রকার অন্যায়, অনাচার ও অপকর্ম কোনো দিন স্পর্শ করতে পারে নি। তাই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাঁকে মহা মর্যাদা প্রদান করে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে,

﴿ وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ٤ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদঃ "আর আমি (সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ) তোমার সুখ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা প্রদান করে প্রসারিত করে দিয়েছি"। (সূরা আশ্ শার্হ্ (ইন্শিরাহ্), আয়াত নং ৪)।

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বয়স যখন চল্লিস বছর পূর্ণ হয়, তখন তিনি ৬১০ খ্রিস্টাব্দ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী সোমবার মোতাবেক ৯ই রাবীউল আওয়ালে মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর (দূত) নির্ধারিত হন। এবং ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম শুরু করেন ও মাক্কা শহরে এবং তার আশেপাশে ইসলাম প্রচারের কাজে প্রায় ১৩টি বছর অতিবাহিত করেন। কিন্তু বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর

(١) سورة الشرح، الآية ٤.

অনুসরণকারীগণের উপর কুরাইশ বংশের নির্যাতনের বিভিন্ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকার কারণে মহান প্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অনুমতি ক্রমে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং তাঁর অনুসরণকারীগণ মাক্কা শহর হিজরত (পরিত্যাগ) করে মাদীনা শহরে আগমন করেন। সেখানে তিনি এবং তাঁর অনুসরণকারীগণ একটি ইসলামী রাষ্ট্র তৈরী করেন। এই রাষ্ট্রের প্রভাব সারা আরবে গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ায় সারা আরবের মানুষ শান্তি অনুভব করলেন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বয়স যখন [৬৩] তেষট্টি বছর [৪] চার দিন হয়েছিল, তখন অন্তর বিদীর্ণকারী একটি দুর্ঘটনা পবিত্র শহর মাদীনার বুকে ঘটেছিলো। আর তা হলো মহা পুরুষ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর তিরোধানের ঘটনা। এই দুঃখের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তারিখ ছিলো সোমবার ১২ই রাবীউল আওয়াল সন ১১ হিজরী মোতাবেক ৮ই জুন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।

তাই তিনি মৃত্যুবরণ করে মহান আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম বিশ্ববাসীকে দিয়ে গেছেন, সে ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম এবং সেই ইসলাম ধর্ম কিয়ামত

(মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়া) পর্যন্ত টিকে থাকার বিশ্বজনীন বিশ্বধর্ম। সুতরাং সেই ধর্মের দ্বারা বিশ্ববাসীর উপকৃত হওয়া উচিত; কেননা সেই ধর্মে তো বিশ্ববাসীর পুরোপুরি কল্যাণকর অধিকার রয়েছে। তবে এই অধিকার গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি হলো এই ধর্মে স্বাধীনভাবে আন্তরিকতার সহিত প্রবেশ করা এবং এর পরিপূর্ণ অনুসরণে অবিচল থাকা।

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [ﷺ] এর প্রতি সকল জাতির মানব সমাজের দায়িত্বঃ

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি সকল জাতির মানব সমাজের দায়িত্ব হলো এই যে,

১- বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [ﷺ] এর প্রতি আল্লাহর রাসূল (বার্তাবহ) হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিতরাসূল (বার্তাবহ) হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা সকল জাতির মানব সমাজের জন্য একটি জরুরি বিষয়। এই বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ﴾(١).

---

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية ١٥٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: (হে আল্লাহর রাসূল (দূত))! "তুমি বলে দাও: হে সকল জাতির মানব সমাজ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূলরূপে (দূতরূপে) প্রেরিত হয়েছি"। (সূরা আল্ আরাফ, আয়াত নং ১৫৮ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার পূর্বের রাসূলগণও বিগত হয়ে গেছে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৪৪ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾(٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমাদের সকলের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সত্য রাসূল (দূত) সত্য ধর্ম ইসলাম নিয়ে এসেছে; সুতরাং তোমরা

---

(١) سورة آل عمران، جزء من الآية ١٤٤.

(٢) سورة النساء، جزء من الآية ١٧٠.

সবাই এই সত্য রাসূল (দূত) এর প্রতি প্রকৃত ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করো; কারণ এতেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ"। (সূরা আন্‌নিসা, আয়াত নং ১৭০ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ﴾ (١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "সুতরাং তোমরা সবাই আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (বার্তাবহ) নিরক্ষর নাবীর প্রতি প্রকৃতঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করো"।
(সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ১৫৮ এর অংশবিশেষ)।

২- বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [ﷺ] এর অনুসরণ করা অপরিহার্য

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অনুসরণ করা অনিবার্য; কেননা মানুষের সুখদায়ক জীবন গড়ে তোলার বুনিয়াদসমূহ আল্লাহর উপদেশ মেনে চলার উপর নির্ভর করে। সেই উপদেশ আমাদের প্রিয় রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। তাই আল্লাহর উক্ত উপদেশ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ

---

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية ١٥٨.

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সত্যিকার সম্মান, ভালবাসা এবং আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ করা ছাড়া অর্জন করা অসম্ভব। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে সুখদায়ক বা সুখজনক জীবন লাভ করতে ইচ্ছা করবে, সে ব্যক্তির উপর বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অনুসরণ করা এবং তাঁকে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে।

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যদি তোমরা তাঁর (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) আনুগত্য করো, তাহলে সুখদায়ক সৎপথ (ইসলাম) এর অনুগামী হতে পারবে"। (সূরা আন্ নূর, আয়াত নং ৫৪ এর অংশবিশেষ)। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

﴿ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ﴾ (٢).

---

(١) سورة النور، جزء من الآية ٥٤.

(٢) سورة الأعراف، جزء من الآية ١٥٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর তোমরা তাঁরই (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) অনুসরণ করো, তাহলে নিশ্চয় সুখদায়ক সৎপথ (ইসলাম) এর অনুগামী হতে পারবে”। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ১৫৮ এর অংশবিশেষ)।

তাই মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পদ্ধতি মোতাবেক সম্পাদন করলে, সেই উপাসনা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন। নচেৎ সমস্ত উপাসনা প্রত্যাখ্যাত ও বৃথা হয়ে যাবে।

৩- বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [ﷺ] কে ভালোবাসা অনিবার্য

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি ভালোবাসা অপরিহার্য; যেহেতু এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আর তা হলো যে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يُؤْمِنُ

أَحَـــدُكُمْ؛ حَتَّـــى أَكُـــوْنَ أَحَـــبَّ إِلَيْـــهِ مِـــنْ وَالِـــدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ"(١).

অর্থ: আনাস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা, সন্তানসন্ততি এবং অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হবো"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭০ -(৪৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জীবনের বাসনা এবং মনের প্রবৃত্তির উপর আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সঠিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া অপরিহার্য। কেননা আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অধিকার সকল মানুষের অধিকারের ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে শ্রদ্ধা

---

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث ١٥، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٧٠- (٤٤)، واللفظ للبخاري.

ও ভক্তিসহকারে একান্তভাবে ভালবাসা ও অনুসরণ করা উচিত।

৪- বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [ﷺ] কে অতিশয় সম্মান করা উচিত

ক। বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে তাজিম করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে অতিশয়সম্মান দেখানোর জন্য তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা উচিত; যেহেতু এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আর তা হলো এই যে,

عَـــنْ أَبِـــيْ هُرَيْـــرَةَ رَضِـــيَ اللهُ عَنْـــهُ أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ صَـــلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: " مَـــنْ صَـــلَّى عَلَـــيَّ وَاحِـــدَةً، صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ عَشْرًا"(١).

অর্থ: আবু হুরায়রাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিশ্চয় বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর নিকট একবার

---

(١) صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٠- (٤٠٨).

মাত্র দরূদ পড়বে (সম্ভ্রম বা সম্মান প্রার্থনা করবে): সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দশবার আশীষ অবতীর্ণ করবেন"।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭০ - (৪০৮)]
এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে ভালবাসা ও সম্মানিত করার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো: তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার বিষয়টি হচ্ছে, মানুষের রহমত বা আশীষ ও কল্যাণ অর্জনের উপাদান। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সাহাবীগণকে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন, সেই পদ্ধতিতে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার বিধান হলো এইরূপ:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ

عَلَـــى إِبْـــرَاهِيْمَ، وَعَلَـــى آلِ إِبْـــرَاهِيْمَ، إِنَّـــكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ "(١).

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এমনভাবে সম্মানিত করুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে সম্মানিত করেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে যে সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করেছেন, সে সম্মান বা মর্যাদা এমনভাবে বলবৎ রাখুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের সম্মান বা মর্যাদা বলবৎ রেখেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬ - (৪০৬), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি আল্লাহর দরূদ এর অর্থ:

---

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٣٧٠، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٦- (٤٠٦)، واللفظ للبخاري.

معنـــــى صـــــلاة الله علـــــى الرســـــول:

تعظيم الله للرسول، وثناؤه عليه.

এর অর্থ হচ্ছে: আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে অতিশয় সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করা । এবং

معنـــى اَللَّهُـــمَّ صـــل علـــى محمـــد: اَللَّهُـــمَّ عَظِّمْهُ في الدنيا والآخرة بما يليق به.

এর অর্থ হচ্ছে: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দুনিয়াতে এবং পরকালে প্রদান করুন!

খ- বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাঁর প্রতি বেশি বেশি সালাম পেশ করা উচিত; যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾(١).

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে অতিশয় সম্মান করেন। এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহর নাবীর অতিশয় সম্মান প্রার্থনা করেন। সুতরাং হে ঈমানদার মুসলিম জাতি! তোমরাও তাঁকে অতিশয় সম্মান করো এবং তাঁর প্রতি যথাযথভাবে সালাম প্রেরণ করো"।

(সূরা আল আহযাব, আয়াত নং ৫৬)।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি বেশি বেশি সালাম পেশ করার বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করা উচিত মনে করছি। সেই হাদিসটি হচ্ছে এই যে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

(١) سورة الأحزاب، الآية ٥٦.

وَسَـــلَّمَ: "إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَـــةً سَــيَّاحِيْنَ، فــي الأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ "(١).

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে এমন কতকগুলি ভ্রমণকারী ফেরেশতামণ্ডলী নির্ধারিত রয়েছেন, যারা আমার প্রতি আমার উম্মতের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দেন"।

[সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১২৮২, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সম্মানার্থে আল্লাহ সমস্ত মুসলিম নর ও নারীর সালাম তাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য কতকগুলি ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তাই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি

---

(١) سنن النسائي، رقم الحديث ١٢٨٢، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: صحيح.

বেশি বেশি সালাম প্রেরণের জন্য তৎপর থাকা দরকার। এবং আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি অধিক সালাম প্রেরণের নিয়ম হলো এই যে,

اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ(١)!

পড়া।

অর্থ: আল্লাহর নাবীর প্রতি সর্বপ্রকার শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অথবা

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ(٢)!

বলা।

---

(١) انظر فتح البارئ شرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المكتبة العصرية، طبعة عام ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، المجلد الثاني، شرح الحديث برقم ٨٣١، ص ١١٧٥.

(٢) صحيح البخاري، رقم الحديث ٨٣٥، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥٥-(٤٠٢)، وانظر أيضا: الجامع لأحكام القرآن للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، اعتنى به وصححه الشيخ هشام الأنصاري، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، تفسير الآية ٥٦ من سورة الالأحزاب، ج ١٤، ص ٢٣٤، وص ٢٣٧.

অর্থ: হে নাবী! আপনার প্রতি সর্বপ্রকার শান্তি এবং আল্লাহর করুণা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।

কিংবা

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!

পাঠ করা।

অর্থ: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সর্বপ্রকার শান্তি অবতীর্ণ হোক।

কেননা এটাই তো হচ্ছে ইসলাম ধর্মের পবিত্র অভিবাদন পদ্ধতি।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩২৬ এবং ৬২২৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮ - (২৮৪১) এবং ১৩২ - (২৪৭৩)]।

তবে জোটবেঁধে কিংবা মিলিতভাবে একযোগে একসুরে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এর প্রতি সালাম প্রেরণের কোনো প্রমাণ ইসলামী শরীয়তের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন সুরে, পৃথকভাবে এবং স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এর প্রতি অধিক সালাম প্রেরণ করা উচিত। তাই আমিও এখানে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

বলে এই বইটি শেষ করলাম।

وصلى الله وسلم على رسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

অর্থ: আল্লাহ আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারীগণকে অতিশয় সম্মান ও শান্তি প্রদান করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

সমাপ্ত